

## Teacher's Content

☑ গ-ত্ব বিধান ☑ ষ-ত্ব বিধান ☑ প্রয়োগ-অপ্রয়োগ ☑ বানান শুদ্ধিকরণ ☑ বাক্য শুদ্ধিকরণ

## Content Discussion

## গ-ত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-গ ধ্বনির ব্যবহার নেই। কিন্তু বাংলা ভাষার বহু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ আছে যেখানে মূর্ধন্য-গ এবং দন্ত্য-ন ব্যবহারের কিছু নিয়ম আছে। তৎসম শব্দে ব্যবহৃত দন্ত্য-ন এবং মূর্ধন্য-গ বাংলা ভাষায় অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়। তৎসম শব্দের বানানে ‘গ’ এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই গ-ত্ব বিধান।

**প্রশ্ন: গ-ত্ব বিধান কাকে বলে?**

**উত্তর:** যে বিধি অনুসারে তৎসম শব্দে ‘গ’ এর ব্যবহার হয় এবং অতৎসম শব্দে ‘গ’ এর ব্যবহার না হয়ে ‘ন’ এর ব্যবহার হয়, তাকে গ-ত্ব বিধি বা গ-ত্ব বিধান বলে।

✪ তৎসম শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে দন্ত্য-ন পরিবর্তে মূর্ধন্য-গ ব্যবহৃত হয়।

✪ নিম্নে মূর্ধন্য-গ ব্যবহারের কিছু নিয়ম প্রদত্ত হল:

- ১। ঋ, র, ষ, ক্ষ এর পরে দন্ত্য-ন থাকলে তা মূর্ধন্য ‘গ’ হয়।  
যেমন- তৃণ, মৃগাল, চূর্ণ, স্বর্ণ, দূষণ, ভীষণ, ক্ষীণ, ক্ষণিক।
- ২। ট-বর্গীয় ধ্বনির (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) আগে দন্ত্য-ন ব্যবহৃত হয়ে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হলে সব সময় দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-গ হয়। যেমন - কাণ্ড, গণ্ড, প্রচণ্ড, বণ্টিত, অকুণ্ঠিত, ভুলুণ্ঠিত, ঘণ্টা, উৎকণ্ঠা।
- ৩। প্র, পরা, পরি, নির - এ চারটি উপসর্গের পর দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-গ হয়। যেমন- প্রণয়, প্রণত, প্রণীত, প্রবণ, প্রবীণ, পরিণত, পরিণতি, নির্ণয়, নির্বাণ। আবার অপর, পরা, পূর্ব, প্র এই কয়টি পূর্বপদের পর অহ যুক্ত হলে দন্ত্য ন এর জায়গায় মূর্ধন্য-গ হয়।  
যেমন- পূর্ব + অহ = পূর্বাহ্ন, অপর + অহ = অপরাহ্ন,  
পরা + অহ = পরাহ্ন।

- ৪। ঋ, র, ষ এর পরে যদি স্বরবর্ণ, ক-বর্গ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ), প-বর্গ (প, ফ, ব, ভ, ম) এবং (য় ব হ ং) বর্ণ গুলোর এক বা একাধিক

বর্ণ থাকলে তার পরের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-গ হয়। যেমন- গ্রামীণ, কৃপণ, অর্পণ, চর্বণ, গ্রহণ, দ্রবণ, রামায়ণ, ব্রাহ্মণ।

## গ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়

- ৫। বিদেশি শব্দে গ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়। যেমন- ইরান, কোরআন, ট্রেন, জার্মান, গ্রিন, ওয়েস্টার্ন, লন্ডন, সিমেন্ট, পেপসোডেন্ট, প্রিন্ট।
- ৬। বাংলা ক্রিয়াবাচক শব্দে মূর্ধন্য-গ হয় না। যেমন - সরেন, মরেন, মারেন, ধরেন, করেন।
- ৭। সমাসবদ্ধ শব্দে দ্বিতীয় পদের ‘ন’ অপরিবর্তিত থাকে।  
যেমন- সর্বনাম, রঘুনন্দন, বরানুগমন, দুর্নাম, দুর্নীতি, দুর্নিমিতি।
- ৮। সমাস সত্ত্বেও কতক পদের ‘ন’ - ‘গ’ হয়। যথা- অগ্রণী, উত্তরায়ণ, নারায়ণ, পূর্বাহ্ন, অগ্রহায়ণ।

## কতগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-গ হয়

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ  
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।  
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাপু গুণ পুণ্য বেণী  
ফণী অণু বিপণি গণিকা।  
আপণ লাভণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি  
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ  
চিক্ণ নিক্ণ তৃণ কফোণি বণিক গুণ  
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

## ষ-ত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ষ ধ্বনির ব্যবহার নেই। কেবল কিছু তৎসম শব্দে ‘ষ’ এর ব্যবহার রয়েছে। সুতরাং ব্যাকরণের নিয়ম

অনুযায়ী তৎসম শব্দের বানানে দন্ত্য-স কে মূর্ধন্য-ষ তে রূপান্তরিত করার নাম ষ-ত্ব বিধান। যেমন- মুমূর্ষু, অভিষেক, সুষম, বিষণ্ণ।

ঔষধ বিষাণ ষড়যন্ত্র পাষণ  
বিশেষ ভূষণ সরিষা দূষণ।

প্রশ্ন: ষ-ত্ব বিধান কাকে বলে?

উত্তর: তৎসম শব্দের বানানে ‘ষ’ এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ষ-ত্ব বিধান।

★ নিম্নে মূর্ধন্য-ষ ব্যবহারের কিছু নিয়ম প্রদত্ত হল:

- ১। অ, আ ছাড়া অন্যান্য স্বরবর্ণের (ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ) পরে এবং ক ও র এর পরে বহু ক্ষেত্রে ষ হয়ে থাকে।  
যেমন- পরিকার, আবিষ্কার, ভীষণ, ঈষৎ, রুষ্ট, সুষম, তুষার, পূষণ, দূষণ, উষর, মেঘ, ঐষিক, হিতৈষী, পোষণ, শোষণ, ঔষধি, পৌষ।
- ২। ‘ঋ’ ও ‘ৠ’ এর পরে মূর্ধন্য-ষ হবে। যেমন- বৃষ্টি, দৃষ্টি, কৃষ্টি, সৃষ্টি, বর্ষ, বর্ষা, বর্ষণ, ধর্ষণ, কৃষক, তৃষ্ণা, হর্ষ, মুমূর্ষু, আকর্ষণ ইত্যাদি।
- ৩। যুক্তাক্ষরে যদি দন্ত্য-‘স’ এর পরে ট/ঠ থাকে তবে দন্ত্য-‘স’ এর স্থলে মূর্ধন্য-ষ হবে। যেমন = দুষ্ট, কষ্ট, ইষ্ট, তুষ্ট, বিশিষ্ট, অনিষ্ট, রাষ্ট্র, কনিষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, অনুষ্ঠান, পৃষ্ঠ ইত্যাদি।
- ৪। বাংলা ভাষায় দেশি-বিদেশি মোট পঞ্চাশটির ও বেশি উপসর্গ আছে। এসব উপসর্গের মধ্যে ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পরে মূর্ধন্য-ষ হবে। যেমন- অভি + সেক > অভিষেক, সু+সুপ্ত > সুসুপ্ত, প্রতি+সেধক > প্রতিষেধক, বি+সম > বিষম, সু+সম > সুষম ইত্যাদি।

#### ষ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়

- ৫। ‘সাৎ’ প্রত্যয় যুক্ত সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য-ষ না হয়ে দন্ত্য-স হবে।  
যেমন- অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ।
- ৬। বিদেশি ও অন্যান্য অতৎসম শব্দের বানানে ষ-ত্ব বিধি প্রযোজ্য নয়। যেমন- স্টোর, স্টার, ডাস্টার, পোস্টার, মিস্টার, স্টিকার, ব্যারিস্টার, টুস্টার, পোস্টমাস্টার, সিস্টার, স্টেশন, স্ট্যান্ট, মাস্টার, ফটোস্ট্যাট, রেস্টুরেন্ট, ইস্টার্ন ইত্যাদি।
- ৭। বাংলা ক্রিয়ায় ষ-ত্ব বিধি প্রযোজ্য নয়- ঘাস, খাস, হাস, করিস ইত্যাদি।
- ৮। কতক শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন-  
আষাঢ় শেষ ঈষৎ মেঘ  
ভাষা কলুষ মানুষ।  
ষোড়শ কোষ পৌষ রোষ  
ষট্ পুরুষ মানুষ পাষাণ ষণ্ড প্রত্যাষ।  
আভাষ ভাষণ অভিলাষ পোষণ  
উষর তোষণ উষা শোষণ।

## প্রয়োগ-অপ্রয়োগ

ভাষা হচ্ছে বহুমান নদীর মতো, যা নিরন্তর বয়ে চলেছে নানা যৌক্তিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। তাই বাংলা ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ তথা অপপ্রয়োগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য দরকার ভাষার উপর পরিপূর্ণ জ্ঞান। ইংরেজ সময়কালের বা পাকিস্তানী শাসনামলের মুদ্রা যেমন একালে অচল, তেমনি ইংরেজি-পাকিস্তানি আমল তো বটেই, এমন কি আশি বা নব্বই দশকের কিছু বানানও আজকাল পরিত্যক্ত হয়েছে।

বাংলা পৃথিবীর একটি মর্যাদাসম্পন্ন ভাষা। ২১ ফেব্রুয়ারি পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে পালন করা হয়; অথচ খোদ বাংলাদেশেই সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন যেমন হয়নি, মর্যাদাও দেওয়া হয় না। সবচেয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা যায় বানান ও উচ্চারণে যা রীতিমতো পীড়াদায়ক। সাহিত্যকর্মের বাইরে পোস্টারে, বিজ্ঞাপনে, সাইনবোর্ডে, সংবাদপত্রের পাতায়, বেতার-টেলিশনে এই ভুলের ছড়াছড়ি। বাংলা ভাষায় ভুলের সীমাহীন যে নৈরাজ্য চলছে, তাতে কেবল ভাষার প্রতি অবহেলাই প্রকাশ পায় না, ভাষার নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পর্কে বিপুল অজ্ঞতাও প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

ভাষাজ্ঞান এবং বানান পরিবর্তনের চলমান ধারার সাথে সংলগ্ন থাকতে পারলে ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ ঘটানো সম্ভবপর হবে। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা হলো:

♦ যে শব্দটি তৎসম নয় অর্থাৎ সংস্কৃত নয়, সে শব্দটির বানানে কোথাও ঙ্গ-কার দেওয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে সর্বদাই ই-কার, উ-কার বসবে। যেমন— ইদ, নবি, পরি, পির, পুব, বিমা, রানি, লিগ, শহিদ ইত্যাদি। এখানে ই-কার, উ-কার বসার কারণ হলো যে, এ শব্দগুলোর কোনোটিই সংস্কৃত নয়। পূর্বে বানানগুলোতে ঙ্গ-কার বসতো, বর্তমানে বানান পরিমার্জন করে সরল করা হয়েছে।

★ নিচে প্রয়োগ-অপ্রয়োগের বিস্তারিত বর্ণনা উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:

১. ই-কার / ঙ্গ-কার এর প্রয়োগ-অপ্রয়োগ: ১৯৮৮ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলা বানানের নিয়মের একটি খসড়া প্রস্তুত করে এবং ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম প্রণয়ন করে। উভয় নিয়মেই যাবতীয় অতৎসম (অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি) শব্দে কেবল হ্রস্বধ্বনি (ই, ই-কার, উ, উ-

কার) ব্যবহারের সুপারিশ করেছে। নিম্নে এর কিছু ব্যবহার তুলে ধরা হলো:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
একাডেমী	একাডেমি	ঈদ	ইদ
এজেন্সী	এজেন্সি	কেরানী	কেরানি
কলোনী	কলোনি	কোম্পানী	কোম্পানি
কাজী	কাজি	গরীব	গরিব
কোরবানী	কোরবানি	গীটার	গিটার
নবী	নবি	শাশুড়ী	শাশুড়ি
ডিগ্রী	ডিগ্রি	সরকারী	সরকারি
তসবী	তসবি	নেভী	নেভি
দরদী	দরদি	মামী	মামি
নাসরী	নাসারি	সেক্রেটারী	সেক্রেটারি
চাকরী	চাকরি	নানী	নানি
জরুরী	জরুরি	বীমা	বিমা
গ্যালারী	গ্যালারি	ভাবী	ভাবি
জানুয়ারী	জানুয়ারি	রেফারী	রেফারি
টিউশনী	টিউশনি	লীগ	লিগ
ডায়েরী	ডায়েরি	শহীদ	শহিদ
সীলমোহর	সিলমোহর	লাইব্রেরী	লাইব্রেরি
সতীন	সতিন	লটারী	লটারি
হাজী	হাজি		

### ➤ ই-কার যুক্ত শব্দ:

অগ্নিবীণা	শরীর	দ্বীপ(দ্বিপ-হস্তী)	সমীপ
অধিকারিণী	শারীরিক	নিবীত	বিপরীত
প্রাণিবিদ্যা	শীকর	ভীম	বীচি
প্রাণিবাচক	শীঘ্র	নীরব	বীথি
প্রতিদ্বন্দ্বিতা	শীতাতপ	নীরঞ্জন	বিবাদী
ভবিষ্যদ্বাণী	শীর্ণ	পরীক্ষা	বীভৎস
সহযোগিতা	শ্লীপদ	পিপীলিকা	বীর
সহপাঠিনী	সুশ্রী	পীড়া	ব্রীহি
প্রণয়িনী	সরীসৃপ	পৌষ	বেবী
শিজ্জিনী	সম্মুখীন	প্রতীক	ব্যতীত
প্রতিযোগিতা	সমীহ	প্রতীক্ষা	ভাগীরথী
টিপ্পনী	উড্ডীন	প্রতীচ্য	ভীষণ
তপস্বিনী	উদীচী	গ্রীষ্ম	গরীয়ান
মন্ত্রিপরিষদ	উড়িয়া/উড়ীয়া	চীন	গরীয়সী
পুনর্মিলনী	উন্নীলন	চীর	গীতিকা
স্থায়িত্ব	একান্নবর্তী	প্রতীয়মান	সমীচীন
অঙ্গীকার	নিমীলিত	প্রবীণ	টীকা
অন্তরীণ	নিপীড়িত	প্রীতি	তরণী
অলীক	নিরীহ	বল্লীক	তীক্ষ্ণ
অধীন	নিশীথিনী	বাণী	তীব্র
আভীর	নীচ	সীমন্ত	দধীচি

আশীর্বাদ	মরীচিকা	প্রতীতি	দলীপ
ঈশ্বা	গীতাঞ্জলি	কিরীট	দীপ্ত
ঈক্ষিত	গীম্পতি	কীর্তন	দ্বিতীয়
ঈর্ষা	কৃষিজীবী	কীর্তি	কালীন
ঈষৎ	ক্ষীণজীবী	ভীত	ক্ষুৎপীড়িত

২. অপপ্রয়োগের কারণ যখন বিশেষণ দ্বিভূত: বিশেষণ জাতীয় পদের সঙ্গে যদি পুনরায় বিশেষণবাচক উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগ করা হয় তাহলে যে সব শব্দ গঠিত হয় তা ব্যাকরণ সম্মত নয়। তথাকথিত এই দূষিত শব্দগুলো অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট। যেমন—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সকাতর	কাতর	সবিনয়পূর্বক	বিনয়পূর্বক
সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ	সলজ্জিত	লজ্জিত/সলজ্জ
সচিত্রিত	চিত্রিত / সচিত্র	সশক্তি	শক্তি/সশক্ত
সচেষ্টিত	চেষ্টিত/সচেষ্টি	সানন্দিত	সানন্দ

৩. অপপ্রয়োগের কারণ যখন বিশেষ্য / দ্বিভূত: কোনো বিশেষ্য পদের সাথে আবার / -তা / অথবা / -ত্ব / প্রত্যয় যুক্ত করা হলে যে শব্দটি গঠিত হয় তা ভুল শব্দ। এ জাতীয় শব্দের প্রয়োগ ব্যাকরণসম্মত নয় বলে এগুলো অপপ্রয়োগ। যেমন—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অপকর্ষতা	অপকর্ষ	উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ / উৎকৃষ্টতা
অপ্রতুলতা	অপ্রতুল	প্রসারিত	প্রসার
মৌনতা	মৌন		

৪. বিশেষণের সাথে দুইবার প্রত্যয় যোগ করার কারণে অপপ্রয়োগ:

সাধারণত বিশেষণ পদের শেষে / -য / অথবা / -তা / প্রত্যয় যোগ করা হলে বিশেষণ পদটি বিশেষ্য পদে রূপান্তরিত হয়; পুনরায় ওই বিশেষ্য পদের সাথে যদি আবার প্রত্যয় যোগ করা হয়, তাহলে অপপ্রয়োগ ঘটে। যেমন: ‘দরিদ্র’ একটি বিশেষণ পদ। ‘দরিদ্র’ শব্দের সঙ্গে / -য/ প্রত্যয় যোগ করলে গঠিত হয় (দরিদ্র + য) দারিদ্র। ‘দারিদ্র’ একটি বিশেষ্য পদ। এবার ‘দারিদ্র’র সাথে যদি / -তা / যোগ করা হয়, তাহলে গঠিত হয় (দারিদ্র+তা) দারিদ্রতা। ‘দারিদ্রতা’ গঠনে একই সঙ্গে /-য/ এবং /-তা / প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার কারণে এটি অশুদ্ধ শব্দ। অপপ্রয়োগ ঘটেছে, এমন কিছু তথাকথিত শব্দের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। যেমন—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আতিশয্যতা	আতিশয্য	দারিদ্রতা	দারিদ্র্য/দরিদ্রতা
চাঞ্চল্যতা	চাঞ্চল্য	সখ্যতা	সখ্য
ঐক্যতা	ঐক্য/ঐক্যতা	বাহুল্যতা	বাহুল্য
চাতুর্যতা	চাতুর্য/চতুরতা	সৌজন্যতা	সৌজন্য
কার্পণ্যতা	কার্পণ্য	ভারসাম্যতা	ভারসাম্য
চাপল্যতা	চাপল্য	সৌহার্দ্যতা	সৌহার্দ্য

গাভীরতা	গাভীর	দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা
---------	-------	---------	-------------

৫. সমার্থক শব্দের বাহুল্যজনিত কারণে অপপ্রয়োগ:

কখনও কখনও বাংলায় কোনো কোনো শব্দে সমার্থবোধক একাধিক শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এ ধরনের প্রয়োগের ফলে শব্দ ব্যাকরণগতভাবে দূষিত হয়ে পড়ে। সমার্থক শব্দের বাহুল্যজনিত কারণে সৃষ্ট অপপ্রয়োগের উদাহরণ হলো—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অশ্রুজল	অশ্রু	শুধুমাত্র	শুধু / মাত্র
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত / অধীন	সমূলসহ	সমূল / মূলসহ
আরক্তিম	আরক্ত / রক্তিম	সময়কাল	সময় / কাল
কদাপিও	কদাপি	সুবুদ্ধিমান	সুবুদ্ধি / বুদ্ধিমান
কেবলমাত্র	কেবল / মাত্র	বিবিধপ্রকার	বিবিধ
সুস্বাগত	স্বাগত	সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য

৬. সন্ধিজাত শব্দে বানান ভুলের জন্য অপপ্রয়োগ: সন্ধিজাত শব্দে পাশাপাশি দুই বা তার চেয়ে বেশি ধ্বনি মিলিত হয়ে একটি ধ্বনিতে পরিণত হয় কিন্তু এক্ষেত্রে ধ্বনিটি কী হবে, তা সন্ধির সূত্র অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে কোনো রকম স্বাধীনতা গ্রহণ করা চলে না। আমরা অনেকেই সন্ধিজাত শব্দের বানান লেখার সময় বানানে স্বেচ্ছাচার করে থাকি যার ফলে শব্দে অপপ্রয়োগ ঘটে থাকে। যেমন—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্যাবধি	অদ্যাবধি	মুখছবি	মুখচ্ছবি
তরুছায়া	তরুচ্ছায়া	দুরাবস্থ	দুরবস্থা
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ
দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট	বক্ষোপরি	বক্ষ-উপরি
বিপদোদ্ধার	বিপদুদ্ধার		

৭. সমাঘটিত শব্দে অপপ্রয়োগ: ব্যাসবাক্য থেকে সমস্তপদ যখন গঠিত হয় তা সমাসের নিয়ম অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করে। শব্দ গঠন অনুযায়ী ব্যাসবাক্য থেকে কখনও কখনও তা ভিন্নরূপ লাভ করে। যেমন: মহান যে মানব = ‘মহানমানব’ নয়— ‘মহামানব’; জায়া ও পতি = ‘জায়াপতি’ নয় = ‘দম্পতি’।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নির্জর্নানী	নির্জর্নান	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
নিরপরাধী	নিরপরাধ	নির্দোষী	নির্দোষ
নিরভিমানী	নিরভিমান	অহর্নিশি	অহর্নিশ
নীরোগী	নীরোগ	মধ্যরাত্রি	মধ্যরাত্র
নির্বিরোধী	নির্বিরোধ	দিবারাত্রি	দিবারাত্র
সুবুদ্ধিমান	সুবুদ্ধি	দিনরাত্র	দিনরাত্রি/দিবারাত্র

৮. প্রত্যয়ঘটিত অপপ্রয়োগ: প্রকৃতির সাথে প্রত্যয়যুক্ত হয়ে যখন শব্দ গঠিত হয় তখন সংগত কারণেই তার বানানে কিছুটা বৈচিত্র্য লক্ষ

করা যায়। সচেতন না থাকলে এসব ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধীনস্থ	অধীন	লব্ধপ্রতিষ্ঠিত	লব্ধপ্রতিষ্ঠ
একত্রিত	একত্র	অসহনীয়	অসহনীয় / অসহ্য
সত্তা	সত্তা	চোষ্য	চুষ্য
সাধ্যাতীত	অসাধ্য	সম্ভ্রান্তশালী	সম্ভ্রমশালী / সম্ভ্রান্ত
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	সিধিগত	সিদ্ধ
সিধগন	সেচন		

৯. উৎকর্ষবাচক- তর, তম প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ: উৎকর্ষবাচক শব্দ ব্যবহারে, আমরা কী রকম অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবে আছি যেটি খুব অল্প কথায় ড. মাহবুবুল হক বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা সরাসরি তাঁর বই থেকে একটি অংশ তুলে ধরি: ‘বাংলায় উৎকর্ষের সর্বাধিক্য বোঝাতে গুণবাচক শব্দের সঙ্গে / -ইষ্ঠ / প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন: কনিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, পাপিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, লঘিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এসব শব্দের সঙ্গে ভুলবশত অনেকে দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক/-তর/ এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক/-তম/ প্রত্যয় যুক্ত করে থাকেন। যেমন: কনিষ্ঠর / কনিষ্ঠতম/বলিষ্ঠতম, শ্রেষ্ঠতম ইত্যাদি। এরকম প্রয়োগ অশুদ্ধ।

১০. বহুল প্রচলিত বানানের প্রভাবে অপপ্রয়োগ: বাংলা বানানে বহুলপ্রচলিত শব্দগুলি তুলনামূলক কম প্রচলিত শব্দের বানানের ওপর প্রবল প্রভাব ফেলে। ফলে অপপ্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু উদাহরণ দেয়া হলো: ‘ভূগোল’ বানানে উ-কার আছে কিন্তু এর প্রভাবে ‘ভূবন’ বানানে উ-কার দেওয়া হলো, যা অপপ্রয়োগ। ‘স্বাধীনতা’ বানানের প্রভাবে যদি লেখা হয় ‘স্বাধীকার’ তাহলে অপপ্রয়োগ হবে। শুদ্ধ শব্দটি হচ্ছে সাধীকার। এরূপ ‘বিবাদ’ শুদ্ধ কিন্তু ‘বিবদমান’ শুদ্ধ নয়, শুদ্ধ প্রয়োগ করতে হলে ব্যবহার করতে হবে ‘বিবদমান’।

১১. সমাসঘটিত শব্দের বানানে অশুদ্ধি: ‘সমাস’ (সম- √অস্ + অ) শব্দের অর্থই হচ্ছে সংক্ষেপণ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, “পরস্পর অর্থ-সঙ্গতিবিশিষ্ট দুই বা বহু পদকে লইয়া একপদ করার নাম সমাস।”

বাংলা একাডেমি প্রণীত ও প্রকাশিত “প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ” গ্রন্থে সমাসের সংজ্ঞার্থ নিরূপিত হয়েছে এভাবে: ‘সমাস অভিধানের শব্দ নির্মাণের একটি প্রক্রিয়া যাতে দুই বা তার চেয়ে বেশি শব্দ যুক্ত হয়ে একটি অর্থও শব্দ তৈরি করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি সম্মিলিত ধারণা প্রকাশ করে।’ সমাসবদ্ধ শব্দ তাই একত্রে লিখতে হয়- নতুবা অপপ্রয়োগ হবে। কিছু উদাহরণ হলো:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অকাল প্রয়াত	অকালপ্রয়াত	অনন্য সাধারণ	অনন্যসাধারণ
অনুমান নির্ভর	অনুমাননির্ভর	আপন জন	আপনজন
ক্রয় ক্ষমতা	ক্রয়ক্ষমতা	প্রচার মাধ্যম	প্রচারমাধ্যম
প্রবাস জীবন	প্রবাসজীবন	বাস্তব সম্মত	বাস্তবসম্মত

বিপথ গামী	বিপথগামী	বেকার সমস্যা	বেকারসমস্যা
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী	দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী	ধর্ম ব্যবসায়ী	ধর্মব্যবসায়ী
নীতি নির্ধারক	নীতিনির্ধারক	পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া	পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
পূর্ব প্রস্তুতি	পূর্বপ্রস্তুতি	জমিদার বাড়ি	জমিদারবাড়ি
ব্যক্তি মালিকানা	ব্যক্তিমালিকানা	শোক সংবাদ	শোকসংবাদ
জীবন ধারা	জীবনধারা	ভাব বিনিময়	ভাববিনিময়
সমাজ সেবা	সমাজসেবা	জীবন সংগ্রাম	জীবনসংগ্রাম
মৎস্য সম্পদ	মৎস্যসম্পদ	সমুদ্র সৈকত	সমুদ্রসৈকত
জীবন সঙ্গিনী	জীবনসঙ্গিনী	যুক্ত বিবৃতি	যুক্তবিবৃতি
সর্বজন শ্রদ্ধেয়	সর্বজনশ্রদ্ধেয়	দল নিরপেক্ষ	দলনিরপেক্ষ
যুদ্ধ বিধ্বস্ত	যুদ্ধবিধ্বস্ত	সাহায্য সংস্থা	সাহায্যসংস্থা
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ	দৃঢ়প্রতিজ্ঞ	শিক্ষা ব্যবস্থা	শিক্ষাব্যবস্থা

১২. অর্থগত অপপ্রয়োগ: (সমোচ্চারিত ও প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের অর্থ পার্থক্যজনিত অপপ্রয়োগ)

প্রতিটি ভাষার শব্দ ভাঙারে থাকে অজস্র শব্দ, তবু থেকে যায় অনেক সীমাবদ্ধতা। ওই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ তখন কখনও বানানে, কখনও উচ্চারণে কিছুটা রদবদল করে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করে তার ভাঙার সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে। অনেক সময় এত সব করেও তার প্রয়োজন মেটে না; তার প্রয়োজন পড়ে আরও অজস্র শব্দ। তখন একই বানানে একই উচ্চারণে তারা ভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। এই তিনটি উপায়ে গঠিত শব্দসমূহ সমোচ্চারিত ও প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ হিসেবে পরিচিত। যেমন:

ক) যুগল : দিন : দিবস, দীন : দরিদ্র [পরিবর্তন কেবল বানানে, উচ্চারণে কোন পার্থক্য নেই।]

খ) যুগল : চুড়ি : অলংকার বিশেষ, চুরি : চৌর্যবৃত্তি (একটি অপরাধকর্ম) [পরিবর্তন একই সঙ্গে বানানে ও উচ্চারণে]

গ) যুগল : চাল : চাউল, চাল : কৌশল [বানান বা উচ্চারণে কোনো পার্থক্য ঘটছে না অথচ ভিন্ন অর্থবোধক নতুন শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে।] যেমন: আমাদের বাসায় আজ চাল নেই। তোমার চাল ধরতে পারছি না।

বাংলা অভিধানে এমন অসংখ্য শব্দ রয়েছে যেগুলোর জন্য আমরা পদে পদে বিড়ম্বনার মুখোমুখি হই। বানান একই অর্থের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। অল্প কিছু দৃষ্টান্ত দেখুন।

অজ – খাঁটি / নিরেট

অজ – ছাগল / মেঘ [প্রয়োগ: অজের অজ দুধ।]

ঘাট – নৌকা বা জাহাজ ভিড়মবার স্থান / ঘাঁটি।



ঘাট – অপরাধ, অন্যায়, ত্রুটি [প্রয়োগ: অনুমতি না নিয়ে ঘাটে নৌকা বেঁধে ঘাট করেছে।]

চটি – চামড়ার তৈরি হালকা জুতা/বিশেষ

চটি – পাহাশালা / পথিকদের বিশ্রামস্থান [প্রয়োগ: চটিদের ভেতরে কার চটি গো?]।

ছাপা – মুদ্রিত করা / ছাপানো।

ছাপা – গুপ্ত/লুকায়িত/অপ্রকাশিত [প্রয়োগ: ছাপা সংবাদ ছাপা থাকে না।]

ধনী – ধনবান / ঐশ্বর্যশালী

ধনী – যুবতী [প্রয়োগ: একজন ধনী ধনীকে বিয়ে করেছে।]

তটস্থ – বিচলিত / শশব্যস্ত / ভীত

তটস্থ – তীরস্থ / যা তীরে অবস্থিত [প্রয়োগ: শীতলক্ষ্যার তটস্থ মানুষ সব সময় তটস্থ থাকে।]

দক্ষিণা – দক্ষিণ দিক সংক্রান্ত।

দক্ষিণা – প্রণামী [প্রয়োগ: দক্ষিণা নেতাদের দক্ষিণা না দিয়ে উপায় আছে?]

নজর – দৃষ্টি।

নজর – উপঢৌকন / উপহার।

◆ প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দগুলো এই তুলনায় আমাদের কাছে একটু বেশি পরিচিত। তবু এসব ক্ষেত্রে আমাদের অপপ্রয়োগ ঘটে থাকে। শব্দজোড়ের অর্থপার্থক্য মনে রাখলে অপপ্রয়োগ এড়িয়ে চলা কঠিন নয়। কিছু উদাহরণ দেয়া হলো:

কৃতি (নির্মাণ, রচনা, কর্ম): ‘গীতাঞ্জলি’ রবীন্দ্রনাথের অমর কৃতি।

কৃতী (কৃতকর্মী, গুণবান): ড. আনিসুজ্জামান বাংলাদেশের কৃতী সন্তান।

নিচ (নিম্ন, নিচের): আমরা তিন তলা বাসার নিচ তলায় থাকি।

নীচ (হীন, অধর্ম, নিকৃষ্ট): এহসান এত নীচ, আগে ভাবতে পারিনি।

পিঠ (পৃষ্ঠদেশ): আমি এখনও আমার পিঠে চড়ে।

পীঠ বেদী, প্রতিষ্ঠান): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ।

বাজি (ভেলকি, জুয়ার পণ): আমি বাজি ধরে বলতে পারি সেলিম আছমাকে গোপনে বিয়ে করেছে।

বাজী (ঘোড়া): বাজি ধরে বাজীতে চড়েছি।

বেশি (অনেক, প্রচুর): বেশি খেয়ো না, মোট হয়ে যাবে।

বেশী (বেশধারী): আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে কে উপজাতিদের সাথে দেখা হলো: তারা বেশি ছিল কিন্তু কেউ বেশী ছিল না।

[‘অনেক’ অর্থে আমাদের বদ অভ্যাস কিন্তু ঈ-কার দিয়ে ‘বেশী’ লেখা।]

বলি (নৈবেদ্য): তোমার আর শাকিলের ঝগড়ায় সব সময় আমাকে বলির পাঁঠা হতে হবে কেন, শুনি?

বলী (বলবান, বীর): বলী হলেই প্রেমিক হওয়া যায় না।

অনুদিত (যা উদিত হয়নি): অনুদিত সূর্যকে তুমি কীভাবে দেখবে?

অনুদিত (ভাষান্তরিত): ‘গীতাঞ্জলি’ অনেক ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

কূল (বংশ, ফল বিশেষ): প্রেমে পড়লে যদি কূল-মান না-ই গেল, তবে সেটা কেমন প্রেম?

কূল (তট, কিনারা): প্রেমে পড়ে কূল হারিয়ে সে এখন কূল পাচ্ছে না।

ধুম (জাঁকজমক): উৎসবের ধুমধাম না থাকলে চলে নাকি?

ধূম (ধোঁয়া): যেখানে অগ্নি সেখানে ধূম।

সূচী (তালিকা): বইয়ের সূচীপত্র দেখেন নাও; কোন কোন অধ্যায় আজ পড়বে।

সূচী (সূচ, সুই): তোমার নাকি সূচীকর্ম খুব সুন্দর।

গাঁথা (গ্রহন করা): মৌসুমি আর আমার হৃদয় এক সূত্রে গাঁথা।

গাথা (কবিতা): জসীমউদ্দীনের গাথাগুলো নাট্যধর্মী।

পরশ্ব (পরশু দিন): পরশ্ব আমি থাকিব ব্যস্ত উদয়াস্ত।

পরশ্ব (পরের ধন): পরশ্ব হরণ করে যে ধনী কে তারি কহে ধনবান।

শগু (শাপহস্ত): তুমি শগু, কলঙ্ক জাতির।

সগু (সাত): তার লাগি লিখে পড়ে দিতে পারি সগু আসমান।

শূর (বীর): রাগের সময় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সেই শ্রেষ্ঠ শূর।

সূর (সূর্য): আকাশে সূর উঠেছে।

উদ্দেশ্যে (সন্ধান, প্রতি): আমি কাল কাপাসিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করব।

উদ্দেশ্যে (লক্ষ্য, অভিপ্রায়): আমি ও সেলিম শিমুলের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি।

লক্ষ (দৃষ্টি, নজর, লাখ): শুধু লক্ষ টাকার দিকেই বুঝি তোমার লক্ষ?

লক্ষ্য (উদ্দেশ্য, উদ্দিষ্ট): আমি বেদনার সাথে লক্ষ করেছে লক্ষ টাকা আয় করাটাই তার কেবল লক্ষ্য।

সাক্ষর (অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন): বাংলাদেশে দিন দিন সাক্ষরতার হার বাড়ছে।

স্বাক্ষর (দস্তখত, সহি): তারিক আহমেদের স্বাক্ষর খুব সুন্দর।

স্বর (ধ্বনি): আমি মনির গলার স্বর চিনি।

স্মর (কামদেব): স্মরের স্বরে সে আকুল হয়েছে।

নেতৃবর্গ (পুরুষ নেতাগণ): নেতৃবর্গ এ বিষয়ে একমত হতে পারেননি।

নেত্রীবর্গ (মহিলা নেতারা): মহিলা সমিতির নেত্রীবর্গ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।

আত্ত (গৃহীত): বাংলা ভাষায় আত্তীকৃত শব্দের সংখ্যা অজস্র।

আত্ম (নিজ): মহামানবদের আত্মজীবনী পড়ে বিমল আনন্দ লাভ হয়।

তত্ত্ব (গূঢ় অর্থ): পিকনিকে এসে তত্ত্বকথা বাদ দাও বাপু।

তথ্য (সংবাদ): রেজার বিয়ের তথ্য রুবেল আমাকে দিয়েছে।

১৩. অর্থগত অপপ্রয়োগ: আমরা অনেক সময়ে শব্দের যথার্থ অর্থ না জেনে তা প্রয়োগ করি। এর ফলে বাক্যে অর্থগত অপপ্রয়োগ ঘটে। কিছু উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যথা:

অপপ্রয়োগ: আমি কাল বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম, ফলশ্রুতিতে আজ আমার জ্বর হয়েছে।

প্রয়োগ: আমি কাল বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম, ফলে আজ আমার জ্বর হয়েছে।

অপপ্রয়োগ: আয়নাল জ্বরে শয্যাশায়ী।

প্রয়োগ: আয়নাল জ্বরে শয্যাগত।

## বানান শুদ্ধিকরণ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রয়েছে হাজার বছরেরও বেশি দিনের গৌরবময় ইতিহাস অথচ বাংলা বানানের ইতিহাস এখনো দুইশবছরেও হয়নি। উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত বাংলা বানানের নিয়ম বলতে তেমন কিছু ছিলো না। উনিশ শতকের শুরুর দিকে যখন বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটে এবং ঐ সাহিত্যের বাহন হিসেবে সাহিত্যিক গদ্যের উন্মেষ হলো, তখন বাংলা বানানের একটি নিয়ম নির্ধারণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, এই বানানের নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মেনে রচনা করা হয়েছিল।

পরবর্তীতে বিশ শতকের বিশের দশকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাংলা বানানের নিয়ম প্রবর্তিত হলেও বাংলা বানানের সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৮৮ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্মশালা করে ও বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে বাংলা বানানের নিয়মের একটি খসড়া প্রস্তুত করেন। বিশ্বভারতী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের অনুসৃত বাংলা বানানের নিয়মের আলোকে ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমি ‘প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম’ প্রণয়ন করে।

◆ বাংলা একাডেমির ‘প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম’ ভাবনা-কেন্দ্রে রেখে বাংলা বানানের প্রধান নিয়মগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

➤ ই-কার যুক্ত শব্দ: শব্দের শেষে জগৎ, বাচক, বিদ্যা, সভা, তৃ, তা, নী, গী, পরিষদ, তত্ত্ব ইত্যাদি থাকলে তার পূর্বে ঈ-কার না হয়ে সাধারণত ই-কার হয়। যেমন—

অগ্নিবীণা	প্রাণিবিদ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	সহযোগিতা
তপস্বিনী	পুনর্মিলনী	মন্ত্রিপরিষদ	স্থায়িত্ব
অধিকারিণী	প্রাণিবাচক	ভবিষ্যদ্বাণী	সহপাঠিনী
প্রণয়িনী	প্রতিযোগিতা	টিপ্পনী	স্বয়ম্ভু

◆ ঈ-কার যুক্ত শব্দ: পুংলিঙ্গ শব্দ: গুণী, সুখী, মেধাবী, বাগ্মী, কর্মী, জয়ী, শ্রমী ইত্যাদি।

◆ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ: যামিনী, সখী, ব্যাঘ্রী, নদী, তরী, রজনী, ইন্দ্রাণী ইত্যাদি।

➤ ঈ-কার যুক্ত বিবিধ শব্দ:

অঙ্গীকার	ইদানীং	উড়িয়া/উড়ীয়া	কীদৃশ	গরীয়সী	চীবের	তীর্ণ	নির্মীলিত
অন্তরীপ	ঈঙ্গা	উন্নীলিত	কীর্তন	গম্ভীর	চীর	দধীচি	নিপীড়িত
অবীরা	ঈঙ্গিত	উন্নীলন	কীর্তি	গীতিকা	জিজীষা	দিলীপ	নিরীক্ষণ

অভীষ্ট	ঈর্ষা	উশীর	কুলীন	গীতাঞ্জলি	টাকা	দীধিতি	নিরীহ
অলীক	ঈশ্বর	একান্নবর্তী	কৃষিজীবী	গীম্পতি	তন্ত্রী	দীপ্ত	নিশীথ
অধীন	ঈষৎ	করণীয়	ক্ষীণজীবী	গ্রীবা	তিতীর্ষু	দ্বিতীয়	নিশীথিনী
আত্মীয়	উড্ডীন	কালীন	কৌপীন	গ্রীষ্ম	তিত্তিড়ী	দ্বীপ (দ্বিপ: হস্তী)	নিষ্ঠীবন
আভীর	উদীচী	কীচক	ক্ষুৎপীড়িত	সীতা	তীক্ষ্ণ	ধীরব	নীচ
আশীর্বাদ	উদীয়মান	কীট	গরীয়ান	চীন	তীব্র	নিবীত	নীড়
নীহার	প্রতীয়মান	বীণা	ভীৰু	বীজ	ব্যতীত	শরীর	নীরব
পরীক্ষা	প্রবীণ	বীথি	ভীষণ	বীজন	ভীত	শর্বরী	নীরস
পিপীলিকা	প্রাচীন	বিবাদী	ভগীরথ	শীঘ্র	ভীম	শালীন	নীরোগ
পীঠ	প্রীতি	বীক্ষা	ভাগীরথী	শীতল	সুধী	শিরীষ	মরীচিকা
পোড়া	প্রীতি	বীভৎস	মঞ্জুরী	সীমা	শ্লীপদ	শীকর	মহী
পীযুষ	বল্লীক	বীর	প্রতীচ্য	ক্ষীত	শীল	সম্মুখীন	মহীয়ান
পৃথিবী	বাল্লীকি	বুদ্ধিজীবী	প্রতীচী	হরীতকী	সমীচীন	সমীপ	মীমাংসা
প্রতীক	বাণী	ব্রীহি	প্রতীতি	সীমান্ত	শীতাতপ	সমীরণ	সরীসৃপ
প্রতীক্ষা	বিকীর্ণ	বেণী	বিপরীত	সুশ্রী	শীর্ণ	সমীহ	

◆ উ বা উ-কার যুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ: বধূ, শ্বশ্রু ইত্যাদি।

➤ উ-কার যুক্ত বিবিধ শব্দ:

অনসূয়া	উর্মিলা	ঘূর্ণন	তাম্বুল	দূষক	পূর্তি	নিব্যুত	ভূ
অসূয়া	উর্বর (উর্বর)	ঘূর্ণি	তাম্বকুট	দূষণীয়	পুষা	নিষ্ঠ্যত	ভূত
আহূত	উষর	ঘূর্ণমান	তৃণ	দূষিত	পূর্ব	নূতন	ভূমা
উর্মি	উষা	ঘূর্ণায়মান	তৃণীর	দ্যুত	প্রতিভূ	নূপুর	ভূমি
উদ্বল	উহা	দূরীভূত	তূর্য	চমূ	তুষ (প্রতুষ)	নূনতম	ভূয়ঃ
উলুক	কূট	চূড়া	তূর্ণ	ধূম	প্রসূ	পীযুষ	পূপ
উড়	কূর্ম	চূত	তুলিকা	ধূম	প্রসূত	পূত	পূরক
উন	কূল	চূর্ণ	তুলী	ধূপ	প্রসূতি	পূতি	পূরণ
উরু	কৌতূহল	চুষ্য	দুকূল	ধূজ্জটি	প্রসূয়	মূর্ছা	মূল্য
উর্গনাভ	গণ্ডুষ	জাগরুক	দূত	ধূর্ত	বাবদূক	মূর্ত	মূষিক
উর্গা	গূঢ়	জীমূত	দূর	ধূলি	বিদূষক	মূর্তি	মণ্ডুক
উর্ধ্ব	গৌধূম	জ্ঞানভূষিত	দূর্বা	ধূসর	ব্যুহ	মূর্ধন্য	মণ্ডুর
মূঢ়	মূত্র	পূতিকা	সদ্ব্যয়	ভূতি	সুজ্ঞ	সূচনা	ময়ূখ
ময়ূর	মূর্খ	যবাগু	সমূহ	ভূষণ	সূক্ষ্ম	হূন	স্তূপ
মুহূর্ত	মুমূর্ষু	যুথ	সমুয়	জ্র	সূচি	সূচক	শূদ্র
মূক	মরুভূমি	যুতিকা	যূনী	সিন্দুর	জ্রণ	যূপ	স্মৃতি
শাদূল	শূক	শুশ্রূষা	রূপ	সূত্র	সূপ	যূষ	সূর্য
শূন্য	শূকর	শূল	সূত	সূদন	সূর	রূঢ়	

◆ অদ্বুত, ভূতুড়ে ছাড়া সব ভূত উ-কার হবে। যেমন- উদ্বুত, পরাভূত, দূরীভূত, কিস্তুত, অভূতপূর্ব প্রভৃতি।

➤ চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত শব্দ: মূল শব্দে ঙ, ঞ, ণ, ন, ম থাকিলে তাহার পূর্বস্বরে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয়। যেমন-

আঁধার	গোঁফ	দাঁড়ি	পাঁচ	কাঁটা (কণ্টক)	দাঁত	পাঁজি	বাঁকা
আঁক (অঙ্ক)	ছেঁড়া	ধাঁধা	বাঁশ	শাঁখ	হেঁ	হাঁস	হেঁয়াচে
হাঁটা	হেঁয়া						

◆ ড-কার যুক্ত শব্দ: আগড়, কড়াই, কড়া, পড়া (পীঠ), পাহাড়, বড়, বুড়া প্রভৃতি।



➤ ব-ফলা যুক্ত কয়েকটি শব্দ। যেমন-

উচ্ছ্বাস	বন্ধুত্ব	শ্বাস	স্বচ্ছ	বিশ্বস্ত	পকু	স্বাদ	সান্ত্বনা
উজ্জ্বল	প্রজ্জলিত	শ্বশ্রু	স্বচ্ছন্দ	বিশ্বাস	মহত্ত্ব	স্বত্ব	স্বায়ত্ত্ব
উর্ধ্ব	প্রতিদ্বন্দ্বী	শ্বশুর	স্বীকার	সরস্বতী	স্বাধীন	স্বাক্ষর	বিদ্বান
দ্বন্দ্ব	পার্শ্ব	শাস্ত্র	স্বার্থ (সার্থক)	স্বরূপ	স্বস্তি	স্বতন্ত্র	সতু (সত্তা)

◆ বিস্ময়সূচক অব্যয় (যেমন: বাঃ / হিঃ / উঃ ইত্যাদি) ছাড়া শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন-

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রধানতঃ	প্রধানত	বস্ত্রতঃ	বস্ত্রত	প্রায়শঃ	প্রায়শ	কার্যতঃ	কার্যত

➤ বিসর্গ (ঃ) যুক্ত শুদ্ধ শব্দ:

অতঃপর	দুঃসময়	দুঃস্থপ্ন	মনঃকষ্ট	শিরঃপীড়া	স্বতঃস্ফূর্ত	দুঃশাসন	দুঃসাধ্য
ইতঃপূর্বে	দুঃসহ	নিঃসন্দেহ	মনঃক্ষুন্ন				

◆ যে-কোনো দেশ, ভাষা ও জাতির নাম লিখতে ই-কার (i) হবে। যেমন-

দেশ : আমেরিকা, গ্রিস, জার্মানি, ইতালি, হাঙ্গেরি ইত্যাদি।

ভাষা : আরবি, হিন্দি, ফারসি, ইংরেজি, গ্রিক ইত্যাদি।

জাতি : বাঙালি, পর্তুগিজ, তুর্কি, বিহারি, ইরানি, আফগানি ইত্যাদি।

◆ অপ্রাণিবাচক শব্দ ও ইতর প্রাণিবাচক অ-তৎসম শব্দের শেষে ই-কার (i) হবে।

অপ্রাণিবাচক শব্দ : বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, চাবি ইত্যাদি। ইতর প্রাণিবাচক শব্দ : পাখি, হাতি, মুরগি, চড়ুই ইত্যাদি।

তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে সর্বদা ঈ-কার হবে। যেমন- জননী, স্ত্রী, নারী, সাধবী ইত্যাদি।

➤ বিদেশি শব্দের বানানে (ষ, ণ, ছ, ঢ, ড়) এই পাঁচটি বর্ণ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন-

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইছলাম	ইসলাম	ব্যারিস্টার	ব্যারিস্টার	খ্রিস্টান	খ্রিস্টান	ষ্টেশন	স্টেশন
কর্ণেল	কর্নেল	বামুণ	বামুন	পোস্ট	পোস্ট	ষ্টুডিও	স্টুডিও

➤ বাংলা বানান রীতি অনুযায়ী একই শব্দের দুটি বানানই শুদ্ধ। যেমন-

অন্তরীক্ষ-অন্তরিক্ষ	কুমির-কুমীর	নিমিষ-নিমেষ	মসুর-মসূর	কিশলয়-কিসলয়	দৈবকী-দৈবকী
অন্তঃস্থ-অন্তস্থ	গাড়ি-গাড়ী	প্রতিকার-প্রতীকার	রজনী-রজনী	কলস-কলশ	দিঘি-দীঘি
ঈর্ষা-ঈর্ষ্যা	তরণি-তরণী	পাখি-পাখী	শ্রেণি-শ্রেণী	কুটির-কুটীর	দাদি-দাদী
বাড়ি-বাড়ী	স্বামি-স্বামী	বাঁশি-বাঁশী	সূচি-সূচী	মর্ত-মর্ত্য	হাতি-হাতী

➤ ঙ্গ / ঙ্গ সংক্রান্ত সমস্যা:

ক. ই/উ যুক্ত বিসর্গ (ঃ) এর পর ক, খ, প, ফ থাকলে সাধারণত 'ষ' হবে।

যেমন- আবিষ্কার, পরিষ্কার, দুষ্কর, দুষ্কার্য, নিষ্কলঙ্ক, জ্যোতিষ্ক প্রভৃতি।

খ. অ-যুক্ত বা যুক্ত বর্ণের পরে সাধারণত 'স' হবে। যেমন-

নমস্কার, তিরস্কার, কুসংস্কার।

➤ আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে সর্বদা ই-কার হবে। যেমন-

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
খেয়ালী	খেয়ালি	মিতালী	মিতালি
গীতালী	গীতালি	রূপালী	রূপালি

➤ লিঙ্গ-ঘটিত অশুদ্ধি:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধীনী	অধীনা	দিগম্বরী	দিগম্বর	চাতকিনী	চাতকী	বন্দিনী	বন্দী
অনাথিনী	অনাথা	নিরাপরাধিনী	নিরাপরাধা	চতুর্থী	চতুর্থী (কন্যা)	বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী

বর্ণালী বর্ণালি সোনালী সোনালি

➤ রেফ পরে ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব হবে না। যেমন-

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কার্ত্তিক	কার্তিক	নির্দিষ্ট	নির্দিষ্ট
কার্য্য	কার্য	পর্বত	পর্বত
ধর্মসভা	ধর্মসভা	মাধুর্য্য	মাধুর্য

অভাগিনী	অভাগা	নির্দোষিনী	নির্দোষা	ভুজঙ্গিনী	ভুজঙ্গা	বৈবাহিকা	বৈবাহিকী
অঙ্গরী	অঙ্গরা	পণ্ডিতানী	পণ্ডিতা	রজকিনা	রজকী/রজকিনী	বিষহরী	বিষহরা
অর্ধাঙ্গিনী	অর্ধাঙ্গী	নাগিনী	নাগী	সুকোশীনী	সুকেশী/সুকেশা	সর্পিনী	সর্পী
গোপিনী	গোপী	পিশাচিনী	পিশাচী	শূদ্রাণী	শূদ্রা / শূদ্রী	শিষ্যাণী	শিষ্যা

➤ সন্ধি-ঘটিত অশুদ্ধি:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধঃগতি	অধোগতি	ব্যাবধান	ব্যবধান	জগচন্দ্র	জগৎচন্দ্র	মনযোগ	মনোযোগ
অদ্যপি	অদ্যাপি	ব্যাপার	ব্যাপার	বাগেশ্বরী	বাগীশ্বরী	মনান্তর	মনোন্তর
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	বশমদ	বশংবদ	তেজচন্দ্র	তেজশ্চন্দ্র	যশলাভ	যশোলাভ
এতদ্বারা	এতদ্বারা	বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়	তেজেন্দ্র	তেজ-ইন্দ্র	যশপ্রভা	যশঃপ্রভা
কিষা	কিংবা	মরদ্যান	মরদ্যান	তিরস্কার	তিরস্কার	শিরোপরি	শিরউপরি
কিম্বদন্তি	কিংবদন্তী	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	দুরাবস্থা	দুরবস্থা	শরদেন্দু	শরবিন্দু
চক্ষুর্নীলন	চক্ষুর্ন্মীলন	মন্তোষ	মনন্তোষ	দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট	শরচন্দ্র	শরচ্চন্দ্র
জ্যোতীন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র	মনরথ	মনোরথ	নিরস	নীরস	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
জগৎবন্ধু	জগবন্ধু	মনমোহন	মনোমোহন	নিষ্ফল	নিষ্ফল	শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
পশ্চাদম	পশ্চদম	সন্মুখ	সন্মুখ	নিরোগ	নীরোগ	স্বয়ম্বর	স্বয়ংবর
ব্যবসা	ব্যবসা	লজ্জাকর	লজ্জাকর	মৃত্যুভীর্ণ	মৃত্যুভীর্ণ	শিরোপীড়া	শিরঃপীড়া

➤ প্রত্যয়-ঘটিত অশুদ্ধি:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আলসতা	আলস্য	ভাগ্যমান	ভাগ্যবান	নিন্দুক	নিন্দক	সৌজন্যতা	সৌজন্য
ঐক্যতা	ঐক্য/একতা	মহিমাময়	মহিমময়	পরিত্যাজ্য	পরিত্যাজ্য	সিদ্ধিগন	সেচন
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	সখ্যতা	সখ্য	প্রযুজ্য	প্রযোজ্য	সিদ্ধিগত	সিদ্ধ
দারিদ্রতা	দারিদ্র	লক্ষ্মীমান	লক্ষ্মীবান	বিদ্যান	বিদ্বান	সৃজিত	সৃষ্ট
দোষণীয়	দূষণীয়	শমতা	শম	বরিত	বৃত		

➤ বচন-ঘটিত অশুদ্ধি: একই সাথে দুবার বহুবচন বাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। যেমন-

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সকল শিক্ষকগণ	সকল শিক্ষক / শিক্ষকগণ	যাবতীয় লোকসমূহ	যাবতীয় লোক
সকল পরীক্ষকগণ	সকল পরীক্ষক / পরীক্ষকগণ	যাবতীয় ভদ্রমহোদয়গণ	যাবতীয় ভদ্রমহোদয়/ভদ্রমহোদয়গণ
ব্রাহ্মণগণেরা	ব্রাহ্মণগণ	সুন্দর-সুন্দর বইগুলি	সুন্দর বইগুলি / সুন্দর সুন্দর বই
সব মাছগুলি	সব মাছ / মাছগুলি	নানাবিধ পক্ষীগণ	নানাবিধ পক্ষী
সকল ছাত্ররা	সকল ছাত্র / সব ছাত্র / ছাত্ররা	প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ	প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ
একশ বালকগণ	একশ বালক		

➤ অর্থ ও রীতি-ঘটিত অশুদ্ধি:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অন্নকাপড়	অন্নবস্ত্র	অশ্রংজল	অশ্রু/নেত্রজল	যদ্যপিও	যদ্যপি	কল্যাণবর	কল্যাণীয়বর
শড়াদাহ	শবদাহ	সমতুল্য	সম বা তুল্য	আগতকল্য	আগামীকল্য	কৌমারাবস্থা	কৌমার/কুমারাবস্থা
শবপোড়া	মড়াপোড়া	তথাপিও	তথাপি	আপ্রাণ	প্রাণপণ	প্রবীণ বৃক্ষ	প্রাচীনবৃক্ষ

➤ সংযুক্ত-বর্ণঘটিত ভুল:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আহ্লিক	আহ্লিক	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণ	পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ন	যজ্ঞা	যজ্ঞা
মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন	চক্র	চক্র	অপরাহ্ন	অপরাহ্ন	শত্রু	শত্রু
সায়াহ্নে	সায়াহ্ন	রাক্ষস	রাক্ষস	আকাজ্জা	আকাজ্জা	ত্রুটি	ত্রুটি

➤ সমাস-ঘটিত অশুদ্ধি:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আকর্ষণ পর্যন্ত	আকর্ষণ	মৃগনয়নী	মৃগনয়না	কালীদাস	কালিদাস	সক্ষম	ক্ষম
আমরণ পর্যন্ত	আমরণ	সুলোচনী	সুলোচনা	গুণীগণ	গুণিগণ	সাপরাধী	অপরাধী
আরোহীগণ	আরোহিগণ	সুকর্ষনী	সুকর্ষি / সুকর্ষা	দেবীদাস	দেবিদাস	সানন্দিত	আনন্দিত
নিষ্পাপী	নিষ্পাপ	শ্বেতাসিনী	শ্বেতাসী / শ্বেতাসা	যোগীবন্দ	যোগিবন্দ	সবিনয়পূর্বক	সবিনয়ে
নিরপরাধী	নিরপরাধ	মহারাজা	মহারাজ	শশীভূষণ	শশিভূষণ	সপ্রণত	প্রণত
নীর্দোষী	নীর্দোষ	মহাত্মাগণ	মহাত্মগণ	স্বামীপুত্র	স্বামিপুত্র	গৃহীতা	গ্রহীতা
নিষ্কলঙ্কী	নিষ্কলঙ্ক	রাজাগণ	রাজগণ	স্থায়ীভাবে	স্থায়িভাবে	পিতামাতা	মাতাপিতা
নির্ধনী	নির্ধন	নির্বিরোধী	নির্বিরোধ	চণ্ডিদাস	চণ্ডীদাস	ভ্রাতাপুত্র	ভ্রাতৃপুত্র
নীরোগী	নীরোগ	সশঙ্কিত	সশঙ্ক	কেবলমাত্র	কেবল	বীণাপানি	বীণাপণি

➤ বিবিধ শুদ্ধ শব্দ:

অধ্যবসায়	গার্হস্থ্য	পঙ্কল	যশস্বিনী / যশস্বতী	আভ্যন্তর	জ্যোৎস্না	ব্যাকুল	সমিতি
অমাবস্যা	গর্দভ	পরিপক্ব	যুধ্যমান	আকাজ্জা	জবা কুসুম	ব্যাদি	সস্ত্রীক
অধোগতি	গ্রীষ্ম	পরিত্রাণ	রুগ্ণ	আয়ত্ত	জ্বালাময়ী	বৈশিষ্ট্য	সারথি
অনুজ	গুণগ্রাহী	পিশাচ	রোগগ্রস্ত	আভিধানিক	কৃতিত্ব	বৈদগ্ধ্য	সমভিব্যাহারে
অতিথি	গোমূলি	পোশাক	লবণ	আবির্ভাব	ত্রস্ত	বিদূষী	সামর্থ্য
অন্তর্ভুক্ত	ঘনিষ্ঠ	প্রত্যন্ত	লক্ষ্মী	আদ্যাক্ষর	তিতিক্ষা	বৃশ্চিক	সদ্যোজাত
অভিশাপ	চলাকালে	প্রকৃতি	লক্ষ্য	আদ্যন্ত	তেজস্ক্রিয়তা	বন্দন	সন্ধ্যাসী
অনুশাসন	ছান্দসিক	পরমারাধ্য	যৌবন সূর্য	ইন্দ্রিয়	ত্যাগ্য	বিমর্ষ	সংশপ্তক
অহোরাত্র	জন্মবার্ষিক	বৃহদার্থ	শ্মশান	ইতোমধ্যে	তিমির বিদারী	ভীতু	সলিল সমাধি
অধ্যয়ন	জ্যোতির্ময়	বৈয়াকরণ	শকট	উয়ত্তা	দুর্দশাগ্রস্ত	ভৌগোলিক	হিরণ্য
অত্যধিক	জাজ্বল্যমান	বিদেশী	শাশুড়ি	ইন্দ্রজালিক	দুর্গ	ভুল	সংশ্রব
আপাদমস্তক	জ্যামিতি	বিকেন্দ্রীকরণ	সখিত্ব	ঐন্দ্রজালিক	দুর্লভ	ভদ্রোচিত	সুশ্রী
আশিস	জ্যৈষ্ঠ	বিশেষণ	শুচিস্মিতা	উদগীরণ	দৌরাভ্য	ভূম্যধিকারী	শ্রুতা
উর্ধ্বগামী	নৈর্বাত	মুহূর্মুহ	স্থিতপ্রজ্ঞ	উপযোগিতা	দায়িত্ব	মনীষী	সুবীর
উচ্ছৃঙ্খল	নিরহংকার	মাদ্রাসা	সৌপ্তিক	উদ্ভিগ্ন	ধরণ	মোহ্যমান	সাক্ষ্যদান
ঐক্যতান	নিবাত	মানসিক	সৌন্দর্য	কুণ্ডিবাস	প্রবহমান	যাচঞ	যশোধন
ঋষি	প্রকুপিত	মুন্মায়	হরিণ	কুঞ্জটিকা	পুঞ্জানুপুঞ্জ	যশোলাভ	কুন্ডিলক
কৃচ্ছসাধন	প্রাণিকুল	মনোমুগ্ধকর	সুপ্ত	সত্তা	বিভীষিকা	কৃষিজীবী	গলাধঃকরণ

## বাক্য শুদ্ধিকরণ

বাক্যে শুদ্ধ প্রয়োগবিধির জন্য ভাষা ও ব্যাকরণ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। ব্যাকরণগত নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য বাক্য অশুদ্ধ হতে পারে। এ অধ্যায়ে বাক্য কী কী কারণে এবং কীভাবে দূষিত হতে পারে, তা আলোচনা করার চেষ্টা করবো। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা নিয়মের নাম দিয়েছি এবং কিছু উদাহরণ দিয়ে তা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। উদাহরণ দেওয়ার সময় আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে প্রশ্ন দেওয়ার। আমরা সচরাচর যে ভুলগুলো করে থাকি সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে প্রদান করা হলো—

➤ সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণজনিত ভুল বা অশুদ্ধি: ‘জানিবার ও বুঝিবার প্রবৃত্তি মানুষের মন থেকে যেদিন চলিয়া যাবে সেদিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করবে।’ এ বাক্যটিতে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণের ফলে তা গুরুত্বপূর্ণ দোষে দুষ্ট।

সাধু (শুদ্ধ) রূপ: জানিবার ও বুঝিবার প্রবৃত্তি মানুষের মন হইতে যেইদিন চলিয়া যাইবে সেইদিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করিবে।

চলিত (শুদ্ধ) রূপ: জানবার ও বুঝবার প্রবৃত্তি মানুষের মন থেকে যেদিন চলে যাবে সেদিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করবে।

➤ বানান অশুদ্ধি:

অশুদ্ধি: আম, 'গীতাঞ্জলী' পড়েছি। (বাক্যে ব্যবহৃত 'গীতাঞ্জলী' বানানটি ভুল)

শুদ্ধি: আমি 'গীতাঞ্জলি' পড়েছি।

➤ পদের অপপ্রয়োগজনিত অশুদ্ধি:

অশুদ্ধি: কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত। (পদের সন্নিবেশ ঠিক না হওয়ায় ভাব প্রকাশ যথাযথ হয়নি)।

শুদ্ধি: কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

অর্থ-সামঞ্জস্যহীন পদের ব্যবহার:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইক্ষুর চারা বপন করা হইল।	ইক্ষুর চারা রোপন করা হইল।	গণিত খুব কঠিন।	গণিত খুব জটিল।
গোময় জ্বালানী কাঠরূপে ব্যবহার হয়।	গোময় জ্বালানীরূপে ব্যবহার হয়।	এই সভার ছাত্রগণ কর্তব্য নিরাকরণ করিবে।	এই সভার ছাত্রগণ কর্তব্য নির্ধারণ করিবে।
তাহার সাম্প্রতিক আনন্দ হইল।	তাহার প্রচুর আনন্দ হইল।	অধ্যাপনই ছাত্রদের তপস্য।	অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্য।
হস্তীটি অপরিসীম স্থলাকায়।	হস্তীটি অত্যন্ত স্থলাকায়।	ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
বন্ধিমের প্রতিভা ছিল অতি ভয়ঙ্কর।	বন্ধিমের প্রতিভা ছিল অতি অসাধারণ।	আমরা উন্নতির পথে কুঠারাঘাত করিতেছি।	আমরা উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছি।

➤ বিশেষ্যের বিশেষণ-রূপে ব্যবহার: শব্দে বিশেষ্যকে বিশেষণ-রূপে ব্যবহার করলে বাক্য অশুদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আমি অপমান হয়েছি।	আমি অপমানিত হয়েছি।	এ কথা প্রমাণ হয়েছে।	এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।
আমি তোমার আগমন সংবাদে সন্তোষে হইয়াছি।	আমি তোমার আগমন সংবাদে সম্ভুষ্ট হইয়াছি।	গহীন সঙ্গকট অবস্থায় পড়িয়াছে।	গহীন সঙ্গকটজনক অবস্থায় পড়িয়াছে।
সে আরোগ্য হয়েছে।	সে আরোগ্য লাভ করেছে।	তিনি এখন মৌনী আছেন।	তিনি এখন মৌন আছেন।
দেবী অন্তর্ধান হইবেন।	দেবী অন্তর্হিত হইবেন।	গৌরব লোপ হইয়াছে।	গৌরব লোপ পাইয়াছে।
জ্বর-হ্রাস হইয়াছে।	জ্বরের-হ্রাস হইয়াছে।	তার এখন সঙ্কট অবস্থা।	তার এখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা।
আমার কথাই প্রমাণ হলো।	আমার কথাই প্রমাণিত হলো।	তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ।	তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন।

বিশেষণের বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহার:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।	আমি সাক্ষী দিয়েছি।	আমি সাক্ষ্য দিয়েছি।
ইদানিং সাবকাশ নাই।	ইদানিং অবকাশ নাই।	তদুপে লিখিত হইল।	তদর্শনে লিখিত হইল।

➤ বচনঘটিত শুদ্ধিকরণ: একই সাথে দুবার বহুবচন বাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। একটি বাক্যে একাধিকবার বহুবচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ 'বাহুল্য-দোষ' ঘটে। যেমন—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সকল শিক্ষকগণ আজ উপস্থিত	সকল শিক্ষক আজ উপস্থিত।	সদাসর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।	সর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।
প্রত্যেক শিক্ষকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন	প্রত্যেক শিক্ষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন	সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।	সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করা উচিত।
সকল আলেমগণ আজ উপস্থিত।	সকল আলেম আজ উপস্থিত।	অনুভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অনুভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার।
সব ছাত্ররা আজ উপস্থিত।	সব ছাত্রের আজ উপস্থিত।	সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত	সকল সভ্য এখানে উপস্থিত

		ছিলেন।	ছিলেন।
নীরোগ লোকেরা যথার্থ সুখী।	নীরোগ লোক যথার্থ সুখী।	চোরটি সব মালসুদ্ধ ধরা পড়েছে।	চোরটি মালসুদ্ধ ধরা পড়েছে।
সকল মানুষেরাই মরণশীল।	মানুষ মরণশীল।	সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে।	সমুদয় পক্ষী নীড় বাঁধে।

➤ লিঙ্গঘটিত শুদ্ধিকরণ: সাধারণত পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গে অথবা স্ত্রীলিঙ্গ থেকে পুংলিঙ্গে রূপান্তরকালে কিছু প্রত্যয়, অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দাংশ যুক্ত করতে হয়; যা না হলে ব্যাকরণজনিত ভুল দেখা দেয়। বিধেয় বিশেষণ অর্থাৎ বিশেষ্যের পরবর্তী বিশেষণে স্ত্রীবাচক হয়না। যেমন—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মেয়েটি পাগলি হয়ে গেছে।	মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে।	আজকালকার মেয়েরা যেমন মুখরা, তেমনি বিদ্বান।	আজকালকার মেয়েরা যেমন মুখরা, তেমনি বিদুষী।
রহিমা পাগলি হয়ে গেছে।	রহিমা পাগল হয়ে গেছে।	রাজা পাপিষ্ঠ রানীকে শাস্তি দিলেন।	রাজা পাপিষ্ঠা রানীকে শাস্তি দিলেন।
আসমা ভয়ে অস্থির।	আসমা ভয়ে অস্থির।	সে এমন রূপসী যেন অঙ্গরা।	সে এমন রূপবতী যেন অঙ্গরা।

➤ অস্বয়ঘটিত শুদ্ধিকরণ: বাগ্ভঙ্গি এবং প্রমিত ভাষা ব্যাকরণের সাথে সাথে সব সময় চলে না। অর্থের দিকে এবং বক্তার আবেগের মাত্রার দিকে সচেতন থাকলে এসব অশুদ্ধি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। যেমন—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্য সভায় মহতী অধিবেশন হইবে।	অদ্য মহতী সভার অধিবেশন হইবে।
সহসা আগুন লাগায় ও খেলা পণ্ড হইল।	সহসা আগুন লাগিল ও খেলা পণ্ড হইল।
এই স্কুলে যে-কয়জন শিক্ষক আছেন, তাঁতার মধ্যে জলিলই শ্রেষ্ঠ।	এই স্কুলে যে-কয়জন শিক্ষক আছেন, তাঁতার মধ্যে জলিল সাহেবই শ্রেষ্ঠ।

➤ অর্থ-সামঞ্জস্যহীন বাক্যের ব্যবহার: অর্থ-সামঞ্জস্যহীন বাক্য বা শব্দে অতিব্যবহার বাক্য অশুদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থ প্রকাশের জন্য শব্দ নির্দিষ্ট একটি মাত্রায় ব্যবহার করা জরুরি নতুবা বাক্যে অর্থের বিপর্যয় ঘটে।

যেমন—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।	তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা / ভাই অসুস্থ।
আপনি আগত কল্য আসিবেন।	আপনি আগামী কল্য আসিবেন।
তাহার হৃদি কমলে জ্ঞানের বীজ উগ্ধ হইল।	তাহার হৃদয় ক্ষেত্রে জ্ঞানের বীজ উগ্ধ হইল।
তাহার অন্তর অজ্ঞান-সমুদ্রে আচ্ছন্ন।	তাহার অন্তর অজ্ঞান-সমুদ্রে নিমজ্জিত অথবা অজ্ঞান-তমসচ্ছন্ন।
কথাটা তিনি কুস্তীরাক্ষ বিসর্জন করিলেন।	কথাটা শুনিয়া তিনি কপটাক্ষ বিসর্জন করিলেন/কথাটা শুনিয়া তিনি মায়া-কান্না জুড়িয়া দিলেন।
ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিল।	ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি দিল।
কথাটা আমার স্মৃতিপটে জাগরুক আছে।	কথাটা আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে।
গঙ্গায় তরঙ্গের ঢেউ প্রবাহিত হইতেছে।	গঙ্গায় তরঙ্গের হিল্লোল খেলিতেছে।

➤ কি ও কী সমস্যা: প্রশ্নবোধক বাক্যে কি এবং বিস্ময়সূচক বাক্যে কী হবে। যেমন—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তুমি কী আজ যাবে?	তুমি কি আজ যাবে?	কি ভয়ানক বিপদ !	কী ভয়ানক বিপদ !
তুমি কী ঢাকা যাবে?	তুমি কি ঢাকা যাবে?		

➤ বিবিধ অশুদ্ধি:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আমি সন্তোষ হলাম।	আমি সন্তুষ্ট হলাম।	হাসান হলো আমার ভ্রাতৃপুত্র	হাসান আমার ভ্রাতৃপুত্র
দুর্বলতাবশঃ অনাখিনী বসে পড়ল।	দুর্বলতাবশ অনাখা বসে পড়ল।	নৌকার শোতে ভাসিয়ে চলিয়াছিল	নৌকা শোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল
আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত	আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত	তার সাংস্কৃতিক নাই।	তার সংস্কৃতি নাই।
আমি কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা	আমি কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা	বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।	বৃক্ষটি মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।



করি।	করি।		
সায়াহে সবাই বাড়ি ফিরছে।	সন্ধ্যায় সবাই বাড়ি ফিরছে।	কুন্ডিবাস বাঙলা রামায়ণ লিখেছেন	কুন্ডিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন
অন্যভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার	অন্যভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার	দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
সাবধানপূর্বক চলবে।	সাবধানে চলবে।	একটি গোপন কথা বলি।	একটি গোপনীয় কথা বলি।
জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।	জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেয়।	‘গীতাঞ্জলী’ পড়েছ কি?	‘গীতাঞ্জলী’ পড়েছ কী?
বিদ্যান ব্যক্তিগণ দারিদ্রতার শিকার হন	বিদ্বান ব্যক্তিগণ দারিদ্রের শিকার হন	আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
এমন অসহনীয় ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই	এমন অসহ্য ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই	যুক্তি খণ্ডিত হয়েছে কিন্তু মুক্তি মেলেনি	যুক্তি খণ্ডন হয়েছে কিন্তু মুক্তি মেলেনি
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ	বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।	বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
তাকে স্নেহাশীষ দিও।	তাকে স্নেহাশিস দিও।	সূর্য উদয় হয়েছে?	সূর্য উদিত হয়েছে?
তিনি আমার বইটি প্রকাশিত করেছেন	তিনি আমার বইটি প্রকাশ করেছেন	সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
বুনো কচু, বাঘা তেঁতুল	বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল	দশচক্রে ঈশ্বর ভূত	দশচক্রে ভগবান ভূত
রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য	রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য	সর্বদা পরিস্কার থাকিবে	সর্বদা পরিস্কার থাকিবে
অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়	অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়	তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়	তোমার গোপনীয় কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়
লোকটি নিরপরাধী কিন্তু নিরহঙ্কারী নয়	লোকটি নিরপরাধ কিন্তু নিরহঙ্কার নয়	পরবর্তী কালে তার সাথে আমার আর সাক্ষাৎ হয়নি।	পরবর্তীতে তার সাথে আমার আর সাক্ষাৎ হয়নি।
কুলাটা নারীকে বর্জন করা	কুলাটা বর্জন কর	অন্যায়ের ফল আবশ্যক	অন্যায়ের ফল অনিবার্য
মনোরম উদ্যানে ভ্রমণ দূরাকাঙ্ক্ষা	মনোরম উদ্যানে ভ্রমণ দূরাকাঙ্ক্ষা	আমি যেয়ে দেখি সব শেষ।	আমি দিয়ে দেখি সব শেষ।
দৈন্যতা সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়।	দৈন্য সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়।	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
আকর্ষণ পর্যন্ত ভোজন করলাম	আকর্ষণ পর্যন্ত ভোজন করলাম	ওরা তাকে জিম্মিরূপে রেখে এখন তার ছেলের কাছে টাকা দাবি করেছে	ওরা তাকে জিম্মি করে রেখে এখন তার ছেলের কাছে টাকা দাবি করেছে
দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা	দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা		
	দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা	বিবিধ জিনিসপত্র কিনলাম	বিবিধ জিনিস কিনলাম

পিএসসি সহ অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

৭-ত্ব বিধান

০১. ৭-ত্ব বিধি অনুসারে কোন জোড়া অশুদ্ধ বানান?

- ক. দুর্নিবার, নবাবুণ খ. হরিণ, মূল্যায়ন  
গ. কেরাণি, পরগণা ঘ. পণ, প্রণয়ন

০২. কোন জাতীয় শব্দে “ষ” এর ব্যবহার হয় না?

- ক. তৎসম খ. দেশি গ. সংস্কৃত ঘ. বিদেশি

০৩. ‘৭’-ত্ব বিধি অনুসারে কোন শব্দগুচ্ছ অশুদ্ধ?

- ক. পুরোণো, ধরণ খ. ধারণা, বার্না

- গ. বরণীয়, মানবীয় ঘ. রূপায়ণ, প্রণয়ন

০৪. শুদ্ধ বানানটি চিহ্নিত কর:

- ক. মূর্ধণ্য ঘ. মুর্ধণ্য গ. মূর্ধন্য ঘ. মূর্ধন্য

০৫. ৭-ত্ব বিধান অনুসারে অশুদ্ধ বানান কোনটি?

- ক. ধরণ খ. মূল্যায়ণ গ. গৃহকোণ ঘ. পরিবহন

০৬. ‘ক্ষ’ যুক্তবর্ণটি গঠনরূপ:

- ক. ক + ষ খ. ক + খ গ. ষ + ম ঘ. হ + ম

০৭. নিত্য মূর্ধন্য-৭ বাচক শব্দ-

- ক. গৃহিণী খ. উষা গ. সমর্পণ ঘ. পুণ্য

০৮. কোন জাতীয় শব্দে 'ষ' ব্যবহার হয় না?

ক. অর্থ তৎসম খ. বিদেশি গ. সংস্কৃত ঘ. তৎসম

০৯. ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. শব্দতত্ত্ব গ. বাক্যতত্ত্ব ঘ. কোনটিই নয়

১০. নিচের কোন শব্দটির বানানে 'ণ-ত্ব' বিধির নিয়ম ব্যবহৃত হয়নি?

ক. হরিণ খ. পূর্বাহ্ন গ. অণু ঘ. কর্ণ

১১. শুদ্ধ বানানগুচ্ছ কোনটি?

ক. শারীরিক, সমীচিন নিরীক্ষণ  
খ. ষ্টিমার, প্রতিযোগী, ব্যুৎপত্তি  
গ. ঘন্টা, ভৌগলিক, আকাজ্ঞা  
ঘ. পরিভ্রাণ, ভূম্যধিকারী, পোস্ট অফিস

১২. কোন বানানটি সঠিক?

ক. নিরীক্ষণ খ. নীরীক্ষণ গ. নীরীক্ষণ ঘ. নিরীক্ষণ

১৩. কোনটি সঠিক বানান?

ক. নিশিথিনী খ. প্রাশিথিনী গ. নিশীথিনী ঘ. নিশিথিনি

১৪. শুদ্ধ বানান কোনটি?

ক. প্রসংশা খ. আষাড় গ. ব্যঘাত ঘ. গণনা

১৫. কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. কনিনিকা খ. কনিনীকা গ. কনিনিকা ঘ. কর্নিনিকা

১৬. কোনটি শুদ্ধ শব্দ গুচ্ছ?

ক. পৌরহিত্য, নিঘৃণ, জেষ্ঠ্য খ. ঝঞ্ঝা, নিরীহ, দ্ব্যর্থ  
গ. দুর্বিষহ, সম্মুখ, জিগীসা ঘ. জ্যেষ্ঠ, সান্ত্বনা, দৌরত্ব

১৭. কোনটি শুদ্ধ শব্দ গুচ্ছ?

ক. সমীচীন, হরিতকী, বাল্লীকি খ. সমীচিন, হরিতকী, বাল্লীকি  
গ. সমিচীন, হরিতকী, বাল্লীকি ঘ. সমিচিন, হরিতকি, বাল্লিকি

১৮. কোনটি শুদ্ধ শব্দ?

ক. শ্বসুর খ. শ্বসুর গ. শসুর ঘ. শ্বসুর

১৯. অশুদ্ধ বানান কোনটি?

ক. নিষ্প্রভ খ. নিষ্পত্র গ. নিষ্পাপ ঘ. নিষ্পন্দ

২০. ভুল বানান কোনটি?

ক. প্রজ্বলন খ. পজ্বল গ. নৈখাত ঘ. মোহ্যমান

২১. ণ-ত্ব বিধি সাধারণত কোন শব্দে প্রযোজ্য?

ক. বিদেশী খ. দেশী গ. তৎসম ঘ. তদ্ভব

২২. ষ-ত্ব বিধি হল-

ক. বাক্য গঠন রীতি খ. পদক্রম  
গ. ষ এর ব্যবহার বিধি ঘ. শব্দের বুৎপত্তি নির্ণয়

২৩. 'ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান' ব্যাকরণের কোন অংশের বিষয়?

ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব গ. বাক্যতত্ত্ব ঘ. অভিধানতত্ত্ব

২৪. কোন শব্দটি ষ-ত্ব বিধানের নিয়মের বাইরে?

ক. বিষয় খ. বর্ষা গ. ভাষা ঘ. কষ্ট

২৫. ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম অনুসারে কোন শব্দটি যথার্থ?

ক. উত্তোরাযোগ খ. উত্তরায়ণ  
গ. উত্তরায়ণ ঘ. উত্তরায়ন

২৬. কোনটি নিত্য মূর্ধন্য-ণ বাচক শব্দ?

ক. পুণ্য খ. গ্রহণ গ. স্মরণ ঘ. অর্পণ

২৭. ষ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি ভুল?

ক. স্টেশন খ. সুষম গ. মিথুক্রিয়া ঘ. নিষ্পাপ

২৮. কোন শব্দে মূর্ধন্য-ণ এর ব্যবহার রয়েছে?

ক. চিহ্ন খ. অন্ন গ. যত্ন ঘ. তৃষণা

২৯. বাংলায় ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান কোন ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে খাটে?

ক. তৎসম খ. তদ্ভব গ. দেশী ঘ. বিদেশী

৩০. 'ণ'-ত্ব বিধানের নিয়ম অনুসারে কোনটি অশুদ্ধ বানান?

ক. পুরোনো খ. ধরন গ. বারনা ঘ. বর্ণনা

উত্তরমালা: ণ-ত্ব বিধান

০১	গ	০২	ঘ	০৩	ক	০৪	ঘ	০৫	খ
০৬	ঘ	০৭	ঘ	০৮	খ	০৯	ক	১০	গ
১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ক
১৬	খ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	গ
২১	গ	২২	গ	২৩	ক	২৪	গ	২৫	গ
২৬	ক	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	খ

ষ-ত্ব বিধান

০১. শুদ্ধ বানান বিশিষ্ট শব্দ কোনটি?

ক. আশির্বাদ খ. ভবিষ্যৎ  
গ. দীর্ঘজীবী ঘ. পিপিলীকা

০২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. চক্ষুশ্মান খ. চক্ষুশ্মান  
গ. চক্ষুশ্মান ঘ. চক্ষুশ্মাণ

০৩. শুদ্ধ বানানটি হচ্ছে-

ক. নিসুতী খ. নিসুতি  
গ. নিষুতী ঘ. নিষুতি

০৪. কোনটি শুদ্ধ বানান?

ক. আনুষঙ্গিক খ. আনুষঙ্গিক  
গ. আনুষঙ্গিক ঘ. আনুষঙ্গিক

০৫. সঠিক বানান কোনটি?

ক. সুষম খ. সুসম

গ. সুশম

ঘ. সুসম

০৬. কোনটি শুদ্ধ বানান?

ক. কৃষিজিবি

খ. কৃষিজীবী

গ. কৃষীজিবি

ঘ. কৃষীজীবী

০৭. কোন শব্দটি বিসর্গযুক্ত ই-ধ্বনি সন্ধির ফলে মূর্ধন্য-ষ হয়েছে?

ক. পুষ্কক

খ. পরিস্কার

গ. পুষ্ট

ঘ. বর্ষীয়সী

০৮. ‘পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিষ্কার’! – বাক্যটি নিম্নরেখ পদে ষ/স ব্যবহারে–

ক. প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয়টি শুদ্ধ

খ. প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয় অশুদ্ধ

গ. দুটোই অশুদ্ধ

ঘ. দুটোই শুদ্ধ

০৯. কোন প্রত্যয়যুক্ত পদে মূর্ধন্য ‘ষ’ হয় না?

ক. সাৎ

খ. সা

গ. ষেঃ

ঘ. ষিক

১০. কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. কনিষ্ঠ

খ. কণিষ্ঠ

গ. কনিষ্ঠতম

ঘ. কণিষ্ঠতম

১১. নিত্য-মূর্ধন্য-ষ কোন শব্দে বর্তমান?

ক. কষ্ট

খ. উপনিষৎ

গ. কল্যাণীয়েষু

ঘ. আষাঢ়

১২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. আশাঢ়

খ. আষাড়

গ. আসাঢ়

ঘ. আষাঢ়

১৩. স্বভাবতই মূর্ধন্য ‘ষ’ হয় এমন উদাহরণ কোনটি?

ক. কৃষক

খ. বর্ষা

গ. ঔষধ

ঘ. কাষ্ট

১৪. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়েছে?

ক. কৃষ্ণ

খ. কল্যাণীয়েষু

গ. ভাষ্য

ঘ. অভিষেক

১৫. কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. পাষণ

খ. পাষান

গ. পাসান

ঘ. পাশান

১৬. কোনটি শুদ্ধ বানান?

ক. দূষণ

খ. দুষণ

গ. দুশন

ঘ. দুশন

১৭. কোন শব্দটির বানান সঠিক?

ক. দোষণীয়

খ. দূষণীয়

গ. দুশনীয়

ঘ. দোষনীয়

১৮. কোনটি শুদ্ধ বানান?

ক. শশিভূসন

খ. শশিভূষণ

গ. শসিভূসন

ঘ. শশিভূসণ

১৯. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?

ক. সমীচীন

খ. সাক্ষনা

গ. মুর্মু

ঘ. ফটোষ্ঠ্যাট

২০. কোন বানানটি সঠিক?

ক. মহর্ষি

খ. মহর্ষি

গ. মহর্ষী

ঘ. মহর্শি

২১. ‘সুশমা’ শব্দে যে নিয়মে ‘ষ’ বসে–

ক. ‘স’ এর পূর্বে বসেছে বলে

খ. ‘ষম্’ মূলরূপ থেকে উৎসারিত হওয়ায়

গ. ‘উ’ কারান্ত উপসর্গ পূর্বে আছে বলে

ঘ. স্বভাবত ‘ষ’ বসে

২২. নিপতনে সিদ্ধ ‘ষ’ এর ব্যবহার হয়েছে কোনটিতে?

ক. মুমূর্ষ

খ. অনুযজ্ঞা

গ. বর্ষণ

ঘ. ভূষণ

উত্তরমালা: ষ-ত্ব বিধান

০১	খ	০২	খ	০৩	ঘ	০৪	ক	০৫	ক
০৬	ঘ	০৭	খ	০৮	গ	০৯	ক	১০	ক
১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	ক
১৬	ক	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	খ
২১	গ	২২	ঘ	২৩					

প্রয়োগ-অপ্রয়োগ

০১. “পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিষ্কার”! বাক্যটির নিম্নরেখ পদে ষ/স ব্যবহারে–

ক. প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয়টি শুদ্ধ

খ. প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ

গ. দুটোই অশুদ্ধ

ঘ. দুটোই শুদ্ধ

০২. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ      খ. তাহার জীবন সংশয়ময়  
গ. তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ      ঘ. তাহার জীবন সংশয়ভরা

০৩. শুদ্ধ বাক্যটি চিহ্নিত করুন—

- ক. বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্রের শিকার হন  
খ. বিদ্যান ব্যক্তিগণ দারিদ্রতার শিকার হন  
গ. বিদ্যান ব্যক্তিগণ দারিদ্রের শিকার হন  
ঘ. বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্রতার স্বীকার হন

০৪. শুদ্ধ বাক্য কোনটি?

- ক. দুর্বলশত অনাথিনী বসে পড়ল  
খ. দুর্বলতাবশত: অনাথিনী বসে পড়ল  
গ. দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল  
ঘ. দুর্বলবশত অনাথা বসে পড়ল

০৫. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?

- ক. উপর্যুক্ত      খ. মিথস্ক্রিয়া  
গ. ধসপ্রাপ্ত      ঘ. একত্রিত

০৬. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?

- ক. দারিদ্র বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা  
খ. দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা  
গ. দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা  
ঘ. দরিদ্র বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা

০৭. শুদ্ধ বাক্যটি নির্ণয় করুন:

- ক. দারিদ্র্য আমাদের প্রধান সমস্যা  
খ. দারিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা  
গ. দারিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা  
ঘ. দারিদ্রতাই প্রধান সমস্যা

০৮. কোন বাক্যটি শুদ্ধ তা নির্দেশ করুন:

- ক. কীর্তিবাস বাঙলা রামায়ন লিখিয়াছেন  
খ. কীর্তিবাস বাংলা রামায়ন লিখিয়াছেন  
গ. কৃতিবাস বাঙলা রামায়ণ লিখেছেন  
ঘ. কৃতিবাস বাঙলা রামায়ণ লিখেছেন

০৯. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?

- ক. এ কথা প্রমান হয়েছে      খ. এ কথা প্রমাণ হয়েছে  
গ. এ কথা প্রমাণ হয়েছে      ঘ. এ কথা প্রমাণিত হয়েছে

১০. শুদ্ধ রূপটি দেখান—

- ক. সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

- খ. সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান  
গ. সাহিত্য সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান  
ঘ. সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১১. কোন বাক্যটি সঠিক?

- ক. অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা      খ. অধ্যয়ন ছাত্রদের তপসা  
গ. অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা      ঘ. অধ্যাপনা ছাত্রদের তপস্যা

১২. নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়নি?

- ক. সভাসদ      খ. শুভেচ্ছা  
গ. ফলবান      ঘ. তথী

১৩. শুদ্ধ বাক্য নির্দেশ করুন—

- ক. দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়      খ. দীনতা প্রশংসনীয় নয়  
গ. দৈন্যতা নিন্দনীয়      ঘ. দৈন্যতা অপ্ৰশংসনীয়

১৪. শুদ্ধ বাক্যটি নির্দেশ করুন—

- ক. বিরাট গরু ছাগলের হাট  
খ. বিরাট গরু ও বিরাট ছাগলের হাট  
গ. গরু-ছাগলের বিরাট হাট  
ঘ. বিরাট গবাদি পশুর হাট

১৫. ‘বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর’ বাক্যটির শুদ্ধরূপ কোনটি?

- ক. বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ      খ. বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর  
গ. বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ      ঘ. বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

১৬. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. ৫ জন ছাত্র স্কুলে যায়      খ. ৫ জন ছাত্রগণ স্কুলে যায়  
গ. ৫ জন ছাত্র স্কুলে যায়      ঘ. কোনোটিই নয়

১৭. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. আমি সন্তোষ হলাম      খ. আমি সন্তোষ্ট হইলাম  
গ. আমি সন্তুষ্ট হলাম      ঘ. আমি সন্তুষ্ট হলাম

১৮. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. তুমি কি ঢাকা যাবে      খ. তুমি কী ঢাকা যাবে  
গ. তোমরা কী ঢাকা যাবে      ঘ. তোমরা কী ঢাকায় যাবে

১৯. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. সর্বদা পরিষ্কার থাকিবে      খ. সর্বদা পরিস্কৃত থাকিবে  
গ. সর্বদা পরিষ্কারময় থাকিবে      ঘ. সর্বদা পরিস্কৃতময় থাকিবে

২০. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. রহিমা পাগলি হয়ে গেছে      খ. রহিমা পাগল হয়েছে গেছে  
গ. রহিমা পাগলি হয়ে গেছে      ঘ. রহিমা পাগলী হয়ে গেছে

২১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. জ্ঞানি মূল্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর খ. জ্ঞানি মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ  
গ. জ্ঞানি মূর্খতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঘ. জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

২২. 'এমন অসহনীয় ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই'।  
বাক্যটির শুদ্ধরূপ কোনটি?

- ক. এমন অসহ্য ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই  
খ. এমন অসহনীয় ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই  
গ. এমন অসহনীয় ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই  
ঘ. কোনোটিই নয়

২৩. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?

- ক. দুর্বলবশত: অনাথা বসে পড়ল  
খ. দুর্বলবশত: অনাথিনী বসে পড়ল  
গ. দুর্বলবশত: অনাথা বসে পড়ল  
ঘ. দুর্বলবশতঃ অনাথিনী বসে পড়ল

২৪. নিচের কোন বাক্যটি সঠিক?

- ক. আমি এ ঘটনা চাক্ষুস দেখেছি  
খ. আমি এ ঘটনা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করেছি  
গ. আমি এ ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি  
ঘ. আমি এ ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি

২৫. 'জনতা' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে—

- ক. প্রত্যয়যোগে খ. উপসর্গযোগে  
গ. সন্ধিযোগে ঘ. বচনের সাহায্যে

২৬. 'উৎকর্ষতা' কি কারণে অশুদ্ধ?

- ক. সন্ধিজনিত খ. প্রত্যয়জনিত  
গ. উপসর্গজনিত ঘ. বিভক্তিজনিত

২৭. নিচের যে শব্দটিকে শাব্দিক অপপ্রয়োগ বলে বলে বিবেচনা করা যায়—

- ক. হোথায় খ. অশ্রুজল  
গ. অম্বরতল ঘ. অন্ধআবেগ

২৮. কোনটিতে অপপ্রয়োগ ঘটেছে?

- ক. জবাবদিহি খ. মিথক্ষিয়া  
গ. একত্রিত ঘ. গৌরবিত

২৯. কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?

- ক. অশ্রুজল খ. অঞ্জলি  
গ. কিংশুক ঘ. প্রদীপ

৩০. 'সকল ছাত্ররাই যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছে।' – বাক্যটিতে কী ধরনের ভুল আছে?

- ক. বানান খ. পদ  
গ. বচন ঘ. বিভক্তি

উত্তরমালা: প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ									
০১	গ	০২	গ	০৩	গ	০৪	গ	০৫	ঘ
০৬	ক	০৭	ক,খ	০৮	গ	০৯	ঘ	১০	ক
১১	ক	১২	খ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	গ
১৬	গ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ক	২০	খ
২১	ঘ	২২	ক	২৩	গ	২৪	ক	২৫	ক
২৬	খ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	গ

### বানান শুদ্ধিকরণ

০১. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাংলা বানানের নিয়ম প্রবর্তিত হয়—

- ক. ১৯৩৫ সালে খ. ১৯৩৬ সালে  
গ. ১৯৩৭ সালে ঘ. ১৯৩৯ সালে

০২. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. অধ্যাবসায় খ. অধ্যাবশায়  
গ. অধ্যবসায় ঘ. অধ্যাবসায়

০৩. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. মনীষী খ. মনীষি  
গ. মনিষি ঘ. মনিষী

০৪. বাংলা বানা রীতি অনুযায়ী কোন দুটি বানানই শুদ্ধ?

- ক. হাতি / হাতী খ. নারি / নারী  
গ. জাতি / জাতী ঘ. বাদি / বাদী

০৫. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. অদ্যপি খ. অদ্যাপি  
গ. অদ্যপী ঘ. অদ্যাপী

০৬. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. আমাবশ্যা খ. অমাবশ্যা  
গ. অমাবশ্যা ঘ. অমাবশ্যা

০৭. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. অধগতি খ. অধোগতি  
গ. অধঃগতি ঘ. অধোঃগতি



০৮. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. আদ্যোক্ষর                      খ. আদ্যাক্ষর  
গ. আদ্যক্ষর                      ঘ. আদ্যখর

০৯. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. আলস্যতা                      খ. অলস্য  
গ. আলস্য                      ঘ. আলসতা

১০. কোনটি শুদ্ধ শব্দ?

- ক. সাক্ষ্যদান                      খ. সাক্ষীদান  
গ. সাক্ষ্যবলা                      ঘ. সাক্ষ্য উপস্থিত

১১. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. ঈন্দ্রীয়                      খ. ঈন্দ্রিয়  
গ. ইন্দ্রিয়                      ঘ. ইন্দ্রীয়

১২. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. উন্মিলন                      খ. উন্মিলণ  
গ. উন্মীলণ                      ঘ. উন্মীলন

১৩. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. উর্মি                      খ. উর্মী  
গ. উর্মি                      ঘ. উর্মী

১৪. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. একান্নবর্তি                      খ. একান্নবর্তি  
গ. একান্নবর্তী                      ঘ. একান্নবর্তী

১৫. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. ঐন্দ্রজালিক                      খ. ইন্দ্রজালিক  
গ. ঈন্দ্রজালিক                      ঘ. ঈন্দ্রজালিক

১৬. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. কুঞ্জটিকা                      খ. কুঞ্জটিকা  
গ. কুঞ্জটিকা                      ঘ. কুঞ্জটিকা

১৭. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. গীতাজলী                      খ. গীতাজলী  
গ. গীতাজলি                      ঘ. গীতাজলি

১৮. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. ছন্দসিক                      খ. ছন্দসিক  
গ. ছন্দসীক                      ঘ. ছন্দসীক

১৯. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. আকাঙ্ক্ষা                      খ. আকাঙ্ক্ষা  
গ. আকাংখা                      ঘ. আকাঙ্খা

২০. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. তেজস্ক্রিয়তা                      খ. তেজস্ক্রিয়তা  
গ. তেজস্ক্রিয়তা                      ঘ. তেজস্ক্রিয়তা

২১. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. তিতীক্ষা                      খ. তীতিক্ষা  
গ. তিতীক্ষা                      ঘ. তীতীক্ষা

২২. সঠিক বানান কোনটি?

- ক. দধিচী                      খ. দধীচি  
গ. দধিচি                      ঘ. দধীচী

২৩. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. দন্দ                      খ. দন্দ  
গ. দন্দ                      ঘ. দনদ

২৪. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. দূরিভূত                      খ. দূরিভূত  
গ. দূরীভূত                      ঘ. দূরীভূত

২৫. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. নিরিহ                      খ. নীরিহ  
গ. নীরীহ                      ঘ. নিরীহ

২৬. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. নিশীথ                      খ. নিশিথ  
গ. নীশীথ                      ঘ. নীশিথ

২৭. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. নিশীথিনি                      খ. নিশিথিনি  
গ. নিশীথিনি                      ঘ. নিশীথিনি

২৮. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. নূনতম                      খ. নূনতম  
গ. নূনতম                      ঘ. নূনতম

২৯. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. প্রণয়িনী                      খ. প্রনয়িনী  
গ. প্রণয়িনি                      ঘ. প্রনয়িনী

৩০. কোনটি শুদ্ধ বানান?

ক. প্রতিদ্বন্দী	খ. পতিদনিদ্ব	গ. রৌদ্রকরজ্জল	ঘ. রৌদ্রকরোজ্জল
গ. প্রতিদ্বন্দী	ঘ. প্রতিদন্দী		
৩১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?		৪২. কোনটি শুদ্ধ বানান?	
ক. বাল্লিকী	খ. বাল্লিকী	ক. শিরচ্ছেদ	খ. শিরোচ্ছেদ
গ. বাল্লীকি	ঘ. বাল্লীকী	গ. শিরচ্ছেদ	ঘ. শিরোচ্ছেদ
৩২. কোন বানানটি শুদ্ধ?		৪৩. কোনটি শুদ্ধ বানান?	
ক. বুদ্ধিজীবী	খ. বুদ্ধিজীবী	ক. শারীরীক	খ. শারীরিক
গ. বুদ্ধিজীবী	ঘ. বুদ্ধিজীবী	গ. শারিরিক	ঘ. শারিরীক
৩৩. কোনটি শুদ্ধ বানান?		৪৪. সঠিক বানান কোনটি?	
ক. ব্যতীত	খ. ব্যতিত	ক. কুসংস্কার	খ. কুসংকার
গ. ব্যাতীত	ঘ. ব্যাতিত	গ. কুসংস্কার	ঘ. কুশংস্কার
৩৪. কোনটি শুদ্ধ বানান?		৪৫. নিচের কোন শব্দটি অশুদ্ধ?	
ক. ব্যাকুল	খ. ব্যাকুল	ক. সুকেশী	খ. সুকেশা
গ. ব্যাকুল	ঘ. ব্যাকুল	গ. সুকেশীনী	ঘ. সুকেশিনী
৩৫. কোনটি শুদ্ধ বানান?		৪৬. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?	
ক. বিভীষিকা	খ. বিভীষিকা	ক. গোধূলী	খ. গোধুলি
গ. বীভিষিকা	ঘ. বীভিষিকা	গ. গোধূলি	ঘ. গোধুলী
৩৬. কোনটি শুদ্ধ বানান?		৪৭. কোন বানানটি শুদ্ধ?	
ক. ভবিষ্যৎবাণী	খ. ভবিষ্যদ্বাণী	ক. সংসপ্তক	খ. সংশপ্তক
গ. ভবিষ্যৎবাণী	ঘ. ভবিষ্যতবাণী	গ. শংসপ্তক	ঘ. শংশপ্তক
৩৭. কোন বানানটি শুদ্ধ?		৪৮. কোন বানানটি শুদ্ধ?	
ক. মুহূর্মুহ	খ. মুহূর্মুহ	ক. শুশ্রুষা	খ. সুশ্রুষা
গ. মূহূর্মূহ	ঘ. মুহূর্মূহ	গ. শূশ্রুষা	ঘ. শুশ্রুসা
৩৮. কোন বানানটি শুদ্ধ?		৪৯. কোনটি শুদ্ধ বানান?	
ক. মরিচিকা	খ. মরিচীকা	ক. স্বায়ত্তশাসন	খ. স্বায়ত্তশাশন
গ. মরীচিকা	ঘ. মরীচীকা	গ. স্বায়ত্তশাসন	ঘ. স্বায়ত্তশাসন
৩৯. কোন বানানটি শুদ্ধ?		৫০. কোনটি শুদ্ধ বানান?	
ক. মুহূর্ত	খ. মুহূর্ত	ক. স্বায়ত্ব	খ. স্মায়ত্ব
গ. মুহূর্ত	ঘ. মুহূর্ত	গ. স্বায়ত্ত	ঘ. সায়ত্ব
৪০. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?		৫১. কোনটি শুদ্ধ বানান?	
ক. মুমূর্ষ	খ. মুমূর্ষ	ক. সান্তনা	খ. শান্তনা
গ. মুমূর্ষ	ঘ. মুমূষ	গ. সান্তনা	ঘ. শান্তনা
৪১. কোনটি শুদ্ধ বানান?		৫২. কোনটি শুদ্ধ বানান?	
ক. রৌদ্রকরজ্জল	খ. রৌদ্রকরোজ্জল	ক. সুচিন্মিতা	খ. সুচিন্মীতা
		গ. সুচিন্মিতা	ঘ. শুচিন্মিতা

৫৩. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. সমীচীন                      খ. সমীচিন  
গ. সমিচীন                      ঘ. সমিচিন

৫৪. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. সৌজন্যতা                      খ. সৌজন্যতা  
গ. সৌজন্য                      ঘ. সৌজন্য

৫৫. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?

- ক. দুরাবস্থা                      খ. দুরাশয়  
গ. দুরাচার                      ঘ. দুরাকাঙ্ক্ষা

৫৬. শুদ্ধ বানানের শব্দ গুচ্ছ—

- ক. স্বায়ত্তশাসন, আভ্যন্তর, জন্মবার্ষিক  
খ. ঐক্যতান, কেবলমাত্র, উপরোক্ত  
গ. যশলাভ, সদ্যোজাত, সম্বর্ধনা  
ঘ. ভবিষ্যত, ভৌগলিক, যক্ষা

৫৭. ভুল বানান কোনটি?

- ক. সমিতি                      খ. জ্যামিতি  
গ. প্রকৃতি                      ঘ. প্রতিতি

৫৮. ভুল বানান কোনটি?

- ক. সমিতি                      খ. প্রতীতি  
গ. জ্যামিতি                      ঘ. প্রকৃতি

৫৯. অশুদ্ধ বানান কোনটি?

- ক. পুণ্য                      খ. পুজো  
গ. ভুল                      ঘ. মুহূর্ত

৬০. কোনটি শুদ্ধ?

- ক. উপরেউক্ত                      খ. উপরোক্ত  
গ. উপর্যুক্ত                      ঘ. উপরুক্ত

৬১. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. প্রতিযোগিতা                      খ. সহযোগীতা  
গ. বৈশিষ্ট্যতা                      ঘ. শ্রদ্ধাঞ্জলী

৬২. নিচের কোনটি বানানটি শুদ্ধ?

- ক. শ্রদ্ধাঞ্জলি                      খ. শ্রদ্ধাঞ্জলি  
গ. শ্রদ্ধাঞ্জলী                      ঘ. শ্রদ্ধেয়াঞ্জলী

৬৩. শুদ্ধ বানান কোনটি?

- ক. দুরবস্থা                      খ. দুরবস্তা

গ. দুরাবস্থা

ঘ. দুরাবস্তা

৬৪. ‘উৎকর্ষতা’ কি কারণে অশুদ্ধ?

- ক. সন্ধিজনিত                      খ. প্রত্যয়জনিত  
গ. উপসর্গজনিত                      ঘ. বিভক্তিজনিত

৬৫. প্রত্যয়গতভাবে শুদ্ধ কোনটি?

- ক. উৎকর্ষতা                      খ. উৎকর্ষ  
গ. উৎকৃষ্ট                      ঘ. উৎকৃষ্টতা

৬৬. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. অধীণ                      খ. অধীন  
গ. অধিন                      ঘ. অধিণ

৬৭. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. উৎশৃঙ্খল                      খ. উৎশৃঙ্খল  
গ. উচ্ছৃঙ্খল                      ঘ. উচ্ছৃঙ্খল

৬৮. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. জাজ্জল্যমান                      খ. জাজ্জল্যমান  
গ. জাজ্জল্যমাণ                      ঘ. জাজ্জল্যমান

৬৯. কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ?

- ক. অত্যাধিক, ব্যতিক্রম                      খ. সখ্যতা, মৌন  
গ. নাবণ্য, পন্য                      ঘ. ঘনিষ্ঠ, তিরস্কার

৭০. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. শসাঙ্ক                      খ. শসাঙ্ক  
গ. শশাঙ্ক                      ঘ. শষাঙ্ক

৭১. ‘টাকা উপার্জনের লক্ষ নিয়ে একদা ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম, অর্থই যে সকল অনর্থের মূল তখনও তা জানতাম না’ বাক্যটিতে কয়টি বানান ভুল আছে?

- ক. ২টি                      খ. ৩টি  
গ. ৪টি                      ঘ. ৫টি

৭২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. ক্ষুৎপিড়িত                      খ. ক্ষুৎপিড়িত  
গ. ক্ষুতপিড়িত                      ঘ. ক্ষুৎপিড়ীত

৭৩. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. পিপিলিকা                      খ. পিপীলিকা  
গ. পীপিলিকা                      ঘ. পিপিলীকা

৭৪. শুদ্ধ বানান লিখিত শব্দগুচ্ছ দেখান?

- ক. সমিচিন, হরিতকি, বাল্লিকী    খ. সমীচিন, হরিতকি, বাল্লিকি  
গ. সমীচীন, হরীতকী, বাল্লীকি    ঘ. সমিটীন, হরীতকি, বাল্লিকি

৭৫. কোন বানানটি সঠিক?

- ক. ধাঁধা    খ. ধাধা  
গ. ধাধাঁ    ঘ. ধাঁধা

৭৬. কোনটি শুদ্ধ শব্দ?

- ক. স্বশুর    খ. স্বসুর  
গ. শশুর    ঘ. শসুর

৭৭. সঠিক বানান কোনটি?

- ক. শ্বাসুড়ি    খ. শ্বাশুড়ী  
গ. শাশুড়ি    ঘ. শাশুড়ী

৭৮. কোনটি শুদ্ধ?

- ক. শ্বাস্বত    খ. শাশ্বত  
গ. শ্বাশদ    ঘ. শ্বাসত

৭৯. কোন বানানটি সঠিক?

- ক. স্বরসতী    খ. সরস্বতী  
গ. সরসতী    ঘ. স্বরসতি

৮০. ব্যাকরণগত বিবেচনায় শুদ্ধ শব্দটি নির্ণয় করুন-

- ক. আয়ত্তাধীন    খ. আয়ত্ত  
গ. আয়ত্ত্ব    ঘ. আয়ত্তাধীন

৮১. ব্যাকরণগত বানান কোনটি?

- ক. নৈঋত    খ. নৈঋতি  
গ. নৈঋত    ঘ. নৈহত

৮২. কোনটি শুদ্ধ?

- ক. সারথী    খ. সারথি  
গ. সাড়থী    ঘ. সাড়থি

৮৩. শুদ্ধ শব্দগুচ্ছ শনাক্ত করুন-

- ক. স্বচ্ছন্দ, সচ্ছল, শিরোচ্ছেদ    খ. ধৈর্য্য, স্থৈর্যতা, সখ্যতা  
গ. একত্রিত, অধীনস্থ, ভাষাভাষী    ঘ. জন্মবার্ষিক, পরিষ্কার, পুরস্কার

৮৪. নিচের অশুদ্ধ বানানটি শনাক্ত করুন-

- ক. কিস্তৃত    খ. উদ্ভূত  
গ. অভূত    ঘ. অভূতপূর্ব

৮৫. শুদ্ধ বানান কোনটি?

- ক. পুরস্কার    খ. পুরঃস্কার  
গ. পুরস্কার    ঘ. পুরস্কার

৮৬. নিম্নের কোন বানানটি অশুদ্ধ?

- ক. ব্রাহ্মণ    খ. মনকষ্ট  
গ. দারিদ্র    ঘ. সমীচীন

৮৭. কোনটি সঠিক শব্দ?

- ক. আপদমস্তক    খ. আপাদমস্তক  
গ. আপদমস্ত    ঘ. আপাদমস্ত

৮৮. কোনটি সঠিক?

- ক. ভদ্রতাচিত    খ. ভদ্রচিত  
গ. ভদ্রোচিত    ঘ. ভদ্রতচিত

ব্যাখ্যা: বাংলা একাডেমি অনুসারে সঠিক বানান হবে- ভদ্রোচিত।

৮৯. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. শীতাতপ    খ. শীততাপ  
গ. শিতাতপ    ঘ. শিতাতপ

৯০. কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লিখিত?

- ক. শরৎচন্দ্র    খ. বন্দোপাধ্যায়  
গ. দূর্যোগ    ঘ. সাত্ত্বনা

৯১. বিশুদ্ধ বানান কোনটি?

- ক. অভিশাপ    খ. অভীশাপ  
গ. অভিসাপ    ঘ. অভিশাপ

৯২. দেশের ..... দূর করতে হলে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার।

- ক. দারিদ্র্য    খ. দরিদ্রতা  
গ. দারিদ্র্যতা    ঘ. দরিদ্র

৯৩. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ?

- ক. শ্রদ্ধাঞ্জলী    খ. সামঞ্জস্যতা  
গ. ইতোমধ্যে    ঘ. সখ্যতা

৯৪. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ?

- ক. কৌতূহল    খ. কৌতূহল  
গ. কাংখিত    ঘ. শ্রদ্ধাধ্বলী

৯৫. কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ?

- ক. উৎকর্ষতা, আত্মসাৎ, আদ্র  
খ. অভ্যন্তরীণ, আয়ত্বধীন, অতীন্দ্রিয়  
গ. কৌতূহল, কৃচ্ছসাধন, কৃচিৎ  
ঘ. অনুষঙ্গ, অঙ্গীভূত, অলঙ্ঘনীয়

৯৬. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. শিরচ্ছেদ                      খ. পিপিলিকা  
গ. আদ্যন্ত                      ঘ. জগত

৯৭. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. বীকেন্দ্রিকরণ                      খ. বিকেন্দ্রিকরণ  
গ. বিকেন্দ্রীকরণ                      ঘ. বীকেন্দ্রীকরণ

৯৮. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. কনীনিকা                      খ. কনিনীকা  
গ. কণিনিকা                      ঘ. কনিনিকা

৯৯. নিচের কোন বানানগুলি শুদ্ধ?

- ক. সমিচীন, বাল্লিকি                      খ. সমিচীন, বাল্লিকী  
গ. সমীচীন, বাল্লীকি                      ঘ. সমীচীন, বাল্লিকী

১০০. শুদ্ধ বানান কোনটি?

- ক. শয্য, ভুবন, শ্রদ্ধাঞ্জলি  
খ. সমীচীন, সুষ্ঠ, সাক্ষরতা  
গ. সমীচীন, বাল্লীকি  
ঘ. সমীচীন, বাল্লিকী

১০১. শুদ্ধ বানান কোনটি?

- ক. দীনতা                      খ. দৈনতা  
গ. দীন্যতা                      ঘ. দিনতা

১০২. কোন শব্দটি ভুল?

- ক. মরুদ্যান                      খ. কটুজি  
গ. পরিপক্ক                      ঘ. অঞ্জলি

১০৩. কোন বানানটি ভুল?

- ক. উনিশ                      খ. দ্বন্দ্ব  
গ. অধ্যায়ন                      ঘ. সহযোগিতা

১০৪. কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?

- ক. দরিদ্রতা                      খ. উপযোগিতা  
গ. শ্রদ্ধাঞ্জলি                      ঘ. উর্দ্ধ

১০৫. শুদ্ধ বানান কোনটি?

- ক. অপরাহ্ন                      খ. অপরাহ্ন  
গ. অপরাণ্য                      ঘ. অপরাণ্য

১০৬. শুদ্ধ শব্দ কোনটি?

- ক. ব্যাকরণবিদ                      খ. বৈয়াকরণ

গ. ব্যাকরণিক

ঘ. বৈয়াকরণিক

১০৭. কোন ত্রয়ীর বানান শুদ্ধ?

- ক. বিমর্ষ, মুমূর্ষু, সংঘর্ষ                      খ. জায়মান, জন্মবান, ভ্রাম্যমান  
গ. বিঘূণ, বিঘোষণ, বিমদর্প                      ঘ. সন্তেও, সাত্তিক, সন্তা

১০৮. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. মনোমুগ্ধকর                      খ. মনোমুগ্ধকর  
গ. মনোঃমুগ্ধকর                      ঘ. মনোমুগ্ধঃকর

১০৯. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. সৌন্দর্য                      খ. সৌন্দর্য  
গ. সৌন্দর্য্য                      ঘ. সৌন্দর্য্য

১১০. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. অগ্নিবীণা                      খ. অগ্নীবিণা  
গ. অগ্নীবীনা                      ঘ. অগ্নিবিণা

১১১. নিচের কোনটি সঠিক নয়?

- ক. পরিষ্কার                      খ. নমস্কার  
গ. হিরনম্য                      ঘ. দুষ্কার

১১২. কোনটি সঠিক বানান?

- ক. পুজ্ঞানুপুজ্ঞ                      খ. পুজ্ঞানুপুজ্ঞ  
গ. পুজ্ঞানুপুজ্ঞ                      ঘ. পুজ্ঞানুপুজ্ঞ

১১৩. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. অত্যাধিক                      খ. অত্যাধিক  
গ. অত্তাধিক                      ঘ. অত্তাধিক

১১৪. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. যালাময়ী                      খ. জালাময়ী  
গ. জ্বালাময়ী                      ঘ. জ্বালাময়ী

১১৫. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. প্রজ্জ্বলিত                      খ. বৈশিষ্ট্যতা  
গ. প্রবাহমান                      ঘ. ভূমধ্যাধিকারী

১১৬. নিচের কোনটি অশুদ্ধ?

- ক. অহিংস-সহিংস                      খ. প্রসন্ন-বিষন্ন  
গ. দোষী-নির্দোষী                      ঘ. নিষ্পাপ-পাপিনী

১১৭. নিচের কোন বানানগুলোর সবগুলো বানানই অশুদ্ধ?

- ক. নিকুন, সূচত্র, অনুর্ধ্ব                      খ. অনূর্বর, উর্ধ্বগামী, শুদ্যশুদ্ধি  
গ. ভূরিভূরি, ভূরিওয়ালা, মাতৃস্বসা                      ঘ. রানি, বিবরণ, দূরতিক্রম্য



১১৮. কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে?

- ক. শূণ্য                      খ. ত্রিভুজ  
গ. পূন্য                      ঘ. ভূবন

১১৯. প্রমিত বানানরূপ-

- ক. গলাধঃকরণ                      খ. গলধকরণ  
গ. গলধঃকরণ                      ঘ. গলাধকরণ

১২০. শুদ্ধ বানান কোনটি?

- ক. সমীচিন                      খ. ভবিষ্যৎ  
গ. আশির্বাদ                      ঘ. দীর্ঘজীবী

১২১. শুদ্ধ বানান কোনটি?

- ক. অনুশাসন                      খ. অনুশাসন  
গ. অনুশাসণ                      ঘ. অনুশাসন

১২২. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. প্রত্যুদগমন                      খ. প্রতুৎগমন  
গ. প্রত্যুতগমন                      ঘ. প্রত্যুদগমণ

১২৩. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. ঘূর্ণায়মান                      খ. ঘূর্ণায়মান  
গ. ঘূর্ণায়মান                      ঘ. ঘূর্ণায়মান

১২৪. নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. সত্তা                      খ. সত্তা  
গ. সত্তা                      ঘ. মহাত্ত

১২৫. নিচের কোনটি শুদ্ধ শব্দ?

- ক. অন্তস্থল                      খ. অন্তঃস্থল  
গ. অন্তস্তল                      ঘ. অন্ততল

১২৬. কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক. প্রত্যুদগমন                      খ. প্রতুৎগমন  
গ. প্রত্যুতগমন                      ঘ. প্রত্যুদগমণ

১২৭. কোন শব্দটির প্রয়োগ শুদ্ধ?

- ক. লক্ষ্যণীয়                      খ. উপলক্ষ্য  
গ. সৌন্দর্যতা                      ঘ. সুবুদ্ধিমান

১২৮. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. মুমূক্ষু                      খ. মুমূক্ষু  
গ. মুমূক্ষু                      ঘ. মুমূক্ষু

১২৯. কোন বানানটি সঠিক?

- ক. বাল্লিকী                      খ. বাল্লিকী  
গ. বাল্লীকী                      ঘ. বাল্লীকী

১৩০. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. শুশ্রূষা                      খ. ত্রাটি  
গ. মরুদ্যান                      ঘ. জাগরক

১৩১. নিচের কোন বানানটি সঠিক?

- ক. সাক্ষরতা                      খ. স্বাক্ষরতা  
গ. সাক্ষরতা                      ঘ. স্বাক্ষরতা

১৩২. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?

- ক. দুস্ত্রাপ্য                      খ. পরস্পর  
গ. নিষ্পত্তি                      ঘ. স্নেহাস্পদ

১৩৩. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. অনুসূয়া                      খ. অণুসূয়া  
গ. অনসূয়া                      ঘ. অনুসূয়া

১৩৪. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. আকাংখা                      খ. কৃতিত্ব  
গ. কার্য্য                      ঘ. অহঙ্কার

১৩৫. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. আতংক                      খ. ভট্টাচার্য্য  
গ. প্রবীণ                      ঘ. সম্পূর্ণ

১৩৬. নিচের কোন শুদ্ধ শব্দ শুদ্ধ?

- ক. ঔষধ, বীণা, ত্রিনয়ন                      খ. হরিণ, বন্ধন, সোনা  
গ. প্রান, খ্রিস্টান, পোসা                      ঘ. কষ্ট, স্টেশন, জিনিস

১৩৭. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?

- ক. নারীত্ব                      খ. কৃতিত্ব  
গ. সতিত্ব                      ঘ. ব্যক্তিত্ব

১৩৮. কোন শব্দটির বানান সঠিক?

- ক. প্রতিযোগীতা                      খ. ভৌগলিক  
গ. গুণিজন                      ঘ. মধ্যাহ্ন

১৩৯. নিচের কোন বানানটি ভুল?

- ক. মুহূর্ত                      খ. শুশ্রূষা  
গ. বুদ্ধিজীবী                      ঘ. দারিদ্র

১৪০. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?

ক. নিষ্পন্দ

গ. নিষ্ফল

খ. নিষ্পন্ন

ঘ. নিষ্পৃহ

১৪১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. মনোস্তাপ

গ. মনস্কামনা

খ. মনস্তাপ

ঘ. মহত্ব

১৪২. শুদ্ধ বানান কোনটি?

ক. ষ্টেশন

গ. বিপ্রকর্স

খ. রুগ্ণ

ঘ. সাধারণ

১৪৩. কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. সচ্ছল

গ. স্বচ্ছল

খ. সচ্ছল

ঘ. স্বচ্ছল

১৪৪. কোন শব্দগুচ্ছ শুদ্ধ?

ক. আয়ত্তাধীন, অহোরাত্রি, অদ্যপি

খ. গড্ডালিকা, চিন্ময়, কল্যান

গ. গৃহস্ত, গণনা, ইদানিং

ঘ. আবশ্যক, মিথস্ক্রিয়া, গীতালি

১৪৫. কোনটি শুদ্ধ বানান?

ক. প্রজ্জল

গ. প্রোজ্জল

খ. প্রোজ্জল

ঘ. প্রোজ্জল

১৪৬. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. নিরিক্ষণ

গ. নীরিক্ষণ

খ. নীরীক্ষণ

ঘ. নিরীক্ষণ

১৪৭. শুদ্ধ বানান কোনটি?

ক. আসক্তি

গ. আশক্তি

খ. আসক্তি

ঘ. আশক্তি

৪১	খ	৪২	গ	৪৩	খ	৪৪	গ	৪৫	গ
৪৬	গ	৪৭	খ	৪৮	ক	৪৯	ঘ	৫০	গ
৫১	গ	৫২	ঘ	৫৩	ক	৫৪	ঘ	৫৫	ক
৫৬	ক	৫৭	ঘ	৫৮	গ	৫৯	গ	৬০	গ
৬১	ক	৬২	খ	৬৩	ক	৬৪	খ	৬৫	খ
৬৬	খ	৬৭	গ	৬৮	ঘ	৬৯	ঘ	৭০	গ
৭১	ক	৭২	ক	৭৩	খ	৭৪	গ	৭৫	ঘ
৭৬	ঘ	৭৭	গ	৭৮	খ	৭৯	খ	৮০	খ
৮১	ক	৮২	খ	৮৩	ঘ	৮৪	গ	৮৫	গ
৮৬	খ	৮৭	খ	৮৮	গ	৮৯	খ	৯০	ঘ
৯১	ক	৯২	খ	৯৩	গ	৯৪	খ	৯৫	গ
৯৬	গ	৯৭	গ	৯৮	ক	৯৯	গ	১০০	গ
১০১	ক	১০২	গ	১০৩	গ	১০৪	ঘ	১০৫	খ
১০৬	খ	১০৭	ক	১০৮	খ	১০৯	খ	১১০	ক
১১১	গ	১১২	ক	১১৩	ক	১১৪	ঘ	১১৫	ক
১১৬	গ	১১৭	ক	১১৮	খ	১১৯	ক	১২০	খ
১২১	ঘ	১২২	ক	১২৩	গ	১২৪	খ	১২৫	গ
১২৬	ক	১২৭	খ	১২৮	ক	১২৯	গ	১৩০	ঘ
১৩১	গ	১৩২	খ	১৩৩	গ	১৩৪	খ	১৩৫	গ
১৩৬	খ	১৩৭	গ	১৩৮	ঘ	১৩৯	গ	১৪০	ক
১৪১	খ	১৪২	খ	১৪৩	ক	১৪৪	ঘ	১৪৫	গ
১৪৬	ঘ	১৪৭	খ						

### বাক্য শুদ্ধিকরণ

০১. কোনটি শুদ্ধ?

ক. বিদ্যান ব্যক্তির দারিদ্রতার শিকার হন

খ. বিদ্বান ব্যক্তির দারিদ্রের শিকার হন

গ. বিদ্যান ব্যক্তির দারিদ্র্যতার শিকার হন

ঘ. বিদ্বান ব্যক্তির দারিদ্র্যের স্বীকার হন

০২. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

ক. আমি সাক্ষী দিয়েছি

খ. সদাসর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়

গ. আর এখন সঙ্কট অবস্থা

ঘ. নীরোগ লোক যথার্থ সুখী

০৩. কোন শুদ্ধ বাক্য?

ক. তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ

খ. তাহার জীবন সংশয়ময়

গ. তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ (সংশয়াপন্ন)

ঘ. তাহার জীবন সংশয়ভরা

### উত্তরমালা: বানান শুদ্ধিকরণ

০১	খ	০২	গ	০৩	ক	০৪	ক	০৫	খ
০৬	খ	০৭	খ	০৮	খ	০৯	গ	১০	ক
১১	গ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	ক
১৬	ক	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ক	২০	গ
২১	গ	২২	খ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	ঘ
২৬	ক	২৭	ক	২৮	গ	২৯	ক	৩০	গ
৩১	গ	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	খ
৩৬	খ	৩৭	ক	৩৮	গ	৩৯	খ	৪০	গ

০৪. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. একটি গোপন কথা বলি  
খ. একটি গোপনীয় কথা বলি  
গ. একটি গোপনীয়তার কথা বলি  
ঘ. এক গুপ্ত কথা বলি

০৫. শুদ্ধ বাক্য কোনটি?

- ক. দুর্বলবশতঃ মহত্বের পরিচায়ক নয়  
খ. দৈন্যতা সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়  
গ. দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল  
ঘ. দুর্বলতাবশতঃ অনাথা বসে পড়ল

০৬. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. দৈন্য সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়  
খ. দৈন্যতা সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়  
গ. দৈন্য সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়  
ঘ. দৈন্যতা সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়

০৭. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. কেবলমাত্র তুমি যাবে  
খ. এ সংবাদে সন্তোষ হলাম  
গ. বিবিধ জিনিস কিনলাম  
ঘ. এতে আশ্চর্য হলাম

০৮. নিম্নের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. আমি সাক্ষী দিয়েছি  
খ. আমি সাক্ষ্য দিয়েছি  
গ. আমি সাক্ষী দিতেছি  
ঘ. আমি সাক্ষী দিলাম

০৯. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন  
খ. তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন  
গ. তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ দিলেন  
ঘ. তিনি তোমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দিলেন

১০. ‘আজকালকার মেয়েরা যেমন মুখরা, তেমনি বিদ্বান’ এই বাক্যে কোন ধরনের ভুল আছে?

- ক. কালগত  
খ. লিঙ্গগত  
গ. বচনগত  
ঘ. বিশেষণের

১১. শুদ্ধ বাক্যটি দেখান—

- ক. তুমি কী আজ যাবে?  
খ. তুমি কি আজ যাবে?  
গ. তুমি কী অদ্য যাবে?  
ঘ. তুমি কী আজ যাইবে?

১২. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত  
খ. আপনি আপনার পরিবারসহ আমন্ত্রিত

- গ. আপনি পরিবারবর্গসহ আমন্ত্রিত  
ঘ. আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত

১৩. নিম্নের কোন বাক্যটি সঠিক?

- ক. আমার কথাই প্রমাণ হলো  
খ. আমার কথাই প্রমাণ হলো  
গ. আমার কথাই প্রমানীত হলো  
ঘ. আমার কথাই প্রমাণিত হলো

১৪. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. জ্ঞানি মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর  
খ. জ্ঞানি মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ  
গ. জ্ঞানি মূর্খতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ  
ঘ. জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

১৫. শুদ্ধ বাক্যটি চিহ্নিত করুন—

- ক. বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর  
খ. বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ  
গ. বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা ভাল  
ঘ. বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

১৬. নিম্নের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার  
খ. সাবধানপূর্বক চলবে  
গ. সে আরোগ্য লাভ করেছে  
ঘ. আমি সন্তোষ হলাম

১৭. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. তার সাংস্কৃতিক নাই  
খ. তার সাংস্কৃত নাই  
গ. তার সাংস্কৃতিক নাই  
ঘ. তার সংস্কৃতি নাই

১৮. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?

- ক. তাকে স্নেহাশীষ দিও  
খ. তাকে স্নেহশীষ দিও  
গ. তাকে স্নেহাশিস দিও  
ঘ. তাকে স্নেহাশিষ দিও

১৯. শুদ্ধ বাক্যটি নির্দেশ করুন—

- ক. আমি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি  
খ. তিনি স্বস্ত্রীক এসেছেন  
গ. তিনি সাক্ষ্য দেবেন না  
ঘ. তার কথায় মাধুর্যতা নেই

২০. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?

- ক. বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে  
খ. তোমার সাথে গোপন পরামর্শ আছে  
গ. আজকাল বিদ্বান মহিলার অভাব নেই  
ঘ. মেয়েটি দারুণ সবুদ্ধিমতী

২১. ‘বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।’ বাক্যটির শুদ্ধ রূপ কোনটি?

- ক. বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে  
খ. বৃক্ষটি সমূল উৎপাটিত হয়েছে  
গ. বৃক্ষটি মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে

ঘ. খ ও গ উভয়ই

২২. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?

- ক. দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা  
খ. দরিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা  
গ. দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা  
ঘ. দরিদ্র বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা

২৩. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. দরিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা।  
খ. তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।  
গ. সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।  
ঘ. সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।

২৪. কোন বাক্যটি শুদ্ধ তা নির্দেশ করুন-

- ক. কীর্তিবাস বাঙালা রামায়ন লিখিয়াছেন  
খ. কীর্তিবাস বাংলা রামায়ন লিখিয়াছেন  
গ. কৃত্তিবাস বাঙালা রামায়ণ লিখেছেন  
ঘ. কৃত্তিবাস বাঙালা রামায়ন লিখিয়াছেন

২৫. শুদ্ধ কোনটি?

- ক. অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার  
খ. অন্ন ভাবে প্রতিটি ঘরে হাহাকার  
গ. অন্ন ভাবে প্রতিটি ঘরে ঘরে হাহাকার  
ঘ. অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার

২৬. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. ৫ জন ছাত্ররা স্কুলে যায়      খ. ৫ জন ছাত্রগণ স্কুলে যায়  
গ. ৫ জন ছাত্র স্কুলে যায়      ঘ. কোনোটিই নয়

২৭. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?

- ক. এ কথা প্রমান হয়েছে      খ. এ কথা প্রমাণ হয়েছে  
গ. এ কথা প্রমানিত হয়েছে      ঘ. এ কথা প্রমাণিত হয়েছে

২৮. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?

- ক. অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা      খ. অধ্যায়ন ছাত্রদের তপস্যা  
গ. অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা      ঘ. অধ্যাপনা ছাত্রদের তপস্যা

২৯. 'সকল ছাত্ররাই যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছে।' বাক্যটিতে কি ধরনের ভুল আছে?

- ক. বানান      খ. পদ  
গ. বচন      ঘ. বিভক্তি

৩০. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. তুমি কি ঢাকা যাবে?      খ. কোমরা কী ঢাকায় যাবে?

গ. তোমরা কী ঢাকা যাবে?

ঘ. তুমি কী ঢাকা যাবে?

৩১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. রহিমা পাগলি হয়ে গেছে      খ. রহিমা পাগল হয়ে গেছে  
গ. রহিমা পাগলিনী হয়ে গেছে      ঘ. রহিমা পাগলী হয়ে গেছে

৩২. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?

- ক. ইহার আবশ্যক নাই      খ. বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল  
গ. বুনো কচু, বাঘা তেঁতুল      ঘ. ইহা প্রমাণ হইয়াছে

৩৩. 'রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য' বাক্যটির শুদ্ধরূপ কোনটি?

- ক. রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য      খ. রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য  
গ. রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য      ঘ. রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য

৩৪. 'সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন' বাক্যটির শুদ্ধরূপ কোনটি?

- ক. সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন  
খ. সকল সভ্য এখানে উপস্থিত ছিলেন  
গ. সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন  
ঘ. খ ও গ উভয়ই

৩৫. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. তিনি গুণীজন : সম্মান তাঁর প্রাপ্য  
খ. দুষ্কৃতিকারীদের ছুটি দেওয়া উচিত নয়  
গ. তিনি স্বস্ত্রীক বেড়াতে এসেছে  
ঘ. ছেলেরা সকলে একত্রিত হয়ে খেলছে

৩৬. নিচের কোন বাক্যটি অশুদ্ধ?

- ক. নিশ্চিত সংবাদ পেয়েছ কী?  
খ. চিক চিক করে বালি কোথা নাহি কাদা  
গ. বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ  
ঘ. রাজ্যমাটি পার্বত্য এলাকা

৩৭. 'ভাষার অপ-প্রয়োগ আছে যে বাক্য-

- ক. বুঝেছি, তুমি এ কাজ পারবে না।  
খ. তিনি আমার বইটি প্রকাশ করেছেন।  
গ. কোথায় আমরা একত্রিত হব?  
ঘ. এত বিলম্ব কেনো?

৩৮. কোন বাক্যটি শুদ্ধ প্রয়োগ হয়েছে?

- ক. অন্যান্যের ফল অনিবার্য  
খ. অন্যান্যের ফল আবশ্যক  
গ. বিধি লঙ্ঘন হয়েছে  
ঘ. কোথায় আমরা একত্র হব?

৩৯. শুদ্ধ রূপটি দেখান-

- ক. সাহিত্য ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান  
খ. সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান  
গ. সাহিত্য ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান  
ঘ. সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

৪০. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

- ক. সেদিন থেকে তিনি সেখানে আর যায় না  
খ. তার কথা শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম  
গ. তোমার পরশ্রীকাতরতায় আমি মুগ্ধ  
ঘ. আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত

৪১. ‘অতএব, আপনার নিকট বিনীত বাক্যে প্রার্থনা এই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার পরিবারবর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন।’ এই বাক্যে নিচের কোন ধরনের অসংগতি লক্ষ করা যায়?

- ক. দূরাস্বয় দোষ  
খ. অতি বিনয়ের প্রকাশ  
গ. বচনের ভুল প্রয়োগ

ঘ. আসক্তি গুণ পূরণ না হওয়া

৪২. কোনটি শুদ্ধ নয়?

- ক. আমার বড় দূরবস্থা  
খ. আমার বড় দূরবস্থা  
গ. আমার বড় দূরবস্থা  
ঘ. আমার বড় দূরবস্থা

উত্তরমালা: বাক্য শুদ্ধিকরণ

০১	খ	০২	ঘ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	গ
০৬	গ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	খ	১০	খ
১১	খ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	ঘ
১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	গ	২০	ক
২১	ঘ	২২	ক,খ	২৩	ক	২৪	গ	২৫	ঘ
২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	ক
৩১	খ	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	ঘ	৩৫	খ
৩৬	গ	৩৭	গ	৩৮	ক	৩৯	ঘ	৪০	খ
৪১	গ	৪২	খ						